NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর সংগীত অনুরাগীও ছিলেন

ইস্তাহার নিয়ে মোদির মন্তব্যের বিরুদ্ধে কমিশনে কংগ্রেস ৭

কলকাতা ৯ এপ্রিল ২০২৪ ২৬ চৈত্র ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.4.2024, Vol.17, Issue No. 297, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বাংলায় আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের জন্য বাংলায় আরও বাহিনী পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে ভোটের ডিউটিতে বাংলায় পাঠাচ্ছে কমিশন। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সবুজ সংকেত এসে গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে থেকে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছিল কমিশন। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা পর আরও এক প্রস্থ বাহিনী পাঠানো হয়েছে বাংলায়। এতদিনে ১৭৭ কোম্পানি বাহিনী বাংলার বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন হয়ে গিয়েছে। এবার আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসছে। ফলে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাংলায় নির্বাচনের জন্য ২৭৭ কোম্পানি বাহিনী নিশ্চিত হল। আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট রয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, প্রথম দফার ভোটের আগেই এই ১০০ কোম্পানি বাহিনী বাংলায় পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই ১০০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে রয়েছে ৫৫ কোম্পানি সিআরপিএফ ও ৪৫ কোম্পানি সীমান্তরক্ষী বাহিনী। উল্লেখ্য, প্রতি বুথে বাহিনী দিতে গেলে প্রায় ৩৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন। এখন নতুন করে ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীতে সবুজ সংকেত মেলায় সব মিলিয়ে ২৭৭ কোম্পানি হল। যদিও কমিশনের থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা রাখা হবে। লোকসভা ভোটে বাংলায় পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রাখা হবে বলে আশ্বস্ত করেছে কমিশন। তবে ঠিক কত সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন হবে বাংলার ভোটের জন্য, সেই বিষয়টি কমিশনের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।

অরুণাচলের এক ইঞ্চিও নিতে পারবে না চিন

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: অরুণাচল প্রদেশের দিকে 'কু-নজর' দিতে শুরু করেছে চিন। অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু জায়গার নিজের মতো করে নামকরণ করেছে তারা। যদিও ভারত শুরু থেকেই চিনের এই ধরনের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে। অরুণাচল যে ভারতেই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সে কথা আগেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। আর এবার অরুণাচল প্রদেশের উপর চিনের দাবি নিয়ে ভারতের কড়া অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সম্প্রতি অসম ট্রিবিউনকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মোদি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, 'অরুণাচল প্রদেশ সর্বদা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।'

'আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'

মোদিকে চ্যালেঞ্জ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে মোদি-মমতা সংঘাত চরমে। আগামী ৪ জুন ভোটের ফলপ্রকাশের পর দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্তের গতি আরও বাড়বে বলেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন মোদি। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাঁকুড়ার জনসভা থেকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূলের সদস্যদের 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' বলে উল্লেখ করলেন মমতা।

প্রধানমন্ত্রীর হুঙ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মমতা সোমবার বলেন, '৪ জুন নির্বাচন হলে সকলকে জেলে পাঠাবেন বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখে এই ভাষা শোভা পায়? আপনি তো এখনই জেল বানিয়ে ফেলেছেন। আপনার এক পকেটে এনআইএ। আরেক পকেটে সিবিআই। আরেক পকেটে ইডি। ইনকাম ট্যাক্স ফান্ডিং বক্স। আপনি হুমকি দিচ্ছেন। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমাদের নেতারা গ্রেপ্তার হলে, তাঁদের স্ত্রীরা রাস্তায় বেরবে।' ভূপতিনগর কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে এনআইএ-কে আরও একবার বিঁধে মমতার দাবি, 'রাতে গিয়ে মহিলাদের বিরক্ত করেছেন। আবার বলছেন মহিলারা বিক্ষোভ করেছে? ৩টের সময় এনআইএ গেল। আর ৫টার সময় পুলিশকে জানিয়েছে।'

মোদিকে বিঁধে মমতা আরও বলেন, 'হুঙ্কার আপনি দলকে চাঙ্গা করার জন্য দিন। গণতন্ত্রের জন্য তা কার্বন ডাই অক্সাইড। ভোটের পর আমাদের সরকার থাকবে। আপনি কী করে জেলে পাঠাবেন? আমিও বলতে পারি আপনাদের সকলকে জেলে পাঠাব। কিন্তু একথা আমি বলব না। আমি এসবে ভয় পাই না। আমার মুখ বন্ধ করা সহজ নয়।!' মোদির গ্যারান্টির প্রসঙ্গ তুলে মমতার কটাক্ষ, 'আপনি বলেন মোদি কা গ্যারান্টি। মোদির গ্যারান্টি জুনের পর সকলকে জেলে পাঠানো। শুধু মোদিবাবু বাইরে থাকবেন। বাকিরা জেলে। নতুন সংসদ ভবনকে জেলে পরিবর্তিত করে দিন। হুঙ্কার দিলে জানবেন আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। মৃত বাঘের তুলনায় আহত বাঘ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। আমরা লড়াই করলে, তা সামলানোর সাহস কারও নেই। গ্রেপ্তারি বন্ধ করুন। দুনম্বরি কাজ বিজেপি কর্মীদের করতে বারণ করুন।'

প্রসঙ্গত, রবিবার জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে নির্বাচনী জনসভা করেন মোদি। তাঁর বক্তব্যে শিক্ষক নিয়োগ থেকে রেশন দুর্নীতি প্রসঙ্গ উঠে আসে। আবার সন্দেশখালি ইস্যুতে সরাসরি মুখ খোলেন। ভূপতিনগরের নাম নিয়ে কিছু বলেননি। তবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের উপর 'হামলা'র ঘটনায় কড়া বার্তা দেন। আগামী ৪ জুন, ভোটের ফলপ্রকাশের পর দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপের হুঙ্কারও দেন। সেই ইস্যুতেই পালটা সুর চড়ালেন মমতা।

ভূপতিনগর কাণ্ডে ওসির রিপোর্টে ক্ষুব্ধ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আদালতের রক্ষাকবচের ফলে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করতে পারে অভিযুক্তরা।' ভূপতিনগরকাণ্ডে সোমবার এমনই রিপোর্ট আদালতে জমা পড়ে ভূপতিনগর থানার তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, সোমবার ভূপতিনগর মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে। পুলিশের রিপোর্টে এই মন্তব্য দেখে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। এরই রেশ ধরে ক্ষুব্ধ বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'ওসিকে বলতে হবে আদালতের রক্ষাকবচের ফলে কবে কোথায় কোন নির্বাচন বানচাল হয়েছে ?' সঙ্গে আদালত এও জানায়, এই রিপোর্টে আদালতের অবমাননা হয়েছে। এরপরই বিচারপতি আরও প্রশ্ন করেন, 'এই ধরনের রিপোর্ট লেখার সাহস পেলেন কী করে ওসি ?' এরপৎই আদালতের নির্দেশ, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই রিপোর্টের ব্যাখ্যা দিতে হবে ভূপতিনগর থানার ওসিকে। আদালত সূত্রে খবর, তপন মিদ্দি নামে বিজেপির এক স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে গত তিন বছরে ২৬টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে ভূপতিনগর থানা। এর মধ্যে ১৫টিতে জমা দেওয়া হয়েছে চার্জশিট। মামলাকারীর অভিযোগ, তাঁর নামে কোনও এফআইআর নেই। কিন্তু, একটি মামলায় গ্রেফতারের পর একের পর এক মামলায় ভূপতিনগর থানা তাঁকে 'সোন অ্যারেস্ট' করেছে। মোট কত মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে, তা নিয়ে আদালতের নির্দেশে এদিন একটি রিপোর্ট জমা দেন ভূপতিনগর থানার ওসি। সেখানেই অভিযুক্তের রক্ষা কবচ আটকানোর জন্য এই মন্তব্য করে 'ফাঁপরে' ভূপতিনগর থানার ওসি। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রে ভূপতিনগর। সেখানে ২০২২ সালের বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে গিয়ে স্থানীয় দুই তৃণমূল নেতার বাড়িতে যায় এনআইএ। তিনটি দলে ভাগ হয়ে তাঁরা গ্রামে ঢোকেন। অভিযোগ, ভূপতিনগরে গিয়ে 'আক্রান্ত' হতে হয় কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের। এই ঘটনায় তপ্ত বঙ্গ রাজনৈতিক মহল। রাজনৈতিক স্বার্থে এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে তৃণমূল। শুধু তাই নয়, কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেছেন, গত ২৬ মার্চ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি এনআইএ-র এক আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর এই দাবি ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে বঙ্গ রাজনীতিতে।

বদলি তদন্তকারী আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূপতিনগরে তদন্তকারী আধিকারিক বদল। সিআই ভূপতিনগর শ্যামল চক্রবর্তীকে এবার এই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, গত শনিবার যখন এনআইএ- ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই তৃণমূল নেতা বলাই মাইতি ও মনোব্রত জানাকে গ্রেপ্তার করতে আসে, তখন তাঁদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। গাড়ি ভাঙচুর হয়। এরপর স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে পুলিশ। প্রথমে এই মামলায় ভূপতিনগর থানার এক সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বদল করে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এনআইএ-এর শীর্ষ কর্তাদের কাছে চিঠি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যে এনআইএ তদন্তকারী অফিসার আহত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে, তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এর পাশাপাশি জেলা পুলিশ সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, এনআইএ-এর বিরুদ্ধেও যে অভিযোগ উঠেছে, সেক্ষেত্রেও নোটিস পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এনআইএ-এর বিরুদ্ধে ভূপতিনগর থানায় তৃণমূল নেতার স্ত্রী শ্লীলতহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ

নির্বাচন কমিশনের সামনে ধর্না দিলেন তৃণমূলের প্রতিনিধিদল

সাংসদদের টেনেহিঁচড়ে বাসে তুলল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে সোমবারই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের ১০ জনের প্রতিনিধি দল। কমিশনের কাছে নিজেদের অভিযোগ এবং দাবি জানিয়ে বাইরে এসে ধর্নায় বসে পড়ে তারা। ২৪ ঘণ্টা ধর্নায় বসার ঘোষণা করেন তৃণমূল সাংসদেরা। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সেই ধর্না তুলে দিতে আসরে নামে দিল্লি পুলিশ। প্রথমে পুলিশ তৃণমূল প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কমিশনের সামনে থেকে সরে যেতে বলে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার আগে তারা ধর্না তুলবে না, এমন দাবিতেই অটল থাকে তৃণমূল প্রতিনিধি দল। তার পরই ধর্না তুলতে শুরু করে পুলিশ। শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি। একে একে বিক্ষোভরত তৃণমূল সাংসদদের টেনেহিঁচড়ে বাসে তোলে পুলিশ। সূত্রের খবর, তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভূপতিনগরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র ভূমিকা নিয়ে 'অতিসক্রিয়তা'র অভিযোগ তুলে সোমবারই নির্বাচন কমিশনের দেখা করতে চেয়ে সময় চেয়েছিল তৃণমূল। বিকেল ৪টের সময় পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলকে সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক কমিশনের দপ্তরে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহম্মদ নাদিমুল হক, দোলা সেন, সাকেত গোখলে, সাগরিকা ঘোষ, বিবেক গুপ্ত, অর্পিতা ঘোষ, শান্তনু সেন, আবিররঞ্জন বিশ্বাস এবং সুদীপ রাহা।

কমিশনের দপ্তর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ দোলা জানান, তাঁরা মুখ্য কমিশনার এবং দুই কমিশনারের কাছে মূলত দুটি দাবি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা কমিশনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চাই, সমান মাঠে খেলার ব্যবস্থা করুক। বিজেপির জমিদারি যেন বন্ধ হয়। দাবি করেছি, এখনই চার সংস্থার প্রধানকে বদল করা হোক। যাতে বিজেপি ওঁদের খেলার যন্ত্র ভাবতে না পারে।' তৃণমূলের দাবি, ইডি, সিবিআই, এনআইএ, আয়কর দপ্তরের প্রধানদের সরিয়ে দেওয়া হোক। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কেন্দ্র নিজের কাজে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ এনেছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। শুধু তা-ই নয়, তৃণমূল অভিযোগ করে তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। দোলা বলেন, 'বিজেপির তিওয়ারি এবং এনআইএর মধ্যে কী ভাব-ভালবাসা হল জানি না। তার ফল, ২০২২ সালের ঘটনায় ২০২৪ সালে ভোটের আগে এনআইএ গ্রেপ্তার করল। তা-ও রাত সাড়ে তিনটের সময় এসে। মেয়েদের হেনস্থা করল।' এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি, তা-ও জানিয়েছেন দোলা। তাঁর কথায়, 'এনআইএ স্থানীয় পুলিশকে জানিয়েছে ভোর সাড়ে ৫টা। সকলে জানেন, আইনশৃঙ্খলার বিষয় রাজ্যের অধীনে। নির্বাচনী আচরণবিধি জারি। তবু স্থানীয় থানা তো জানবে! সন্দেশখালির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত বছর কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে কৃষি ভবনে ধর্নায় বসেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। তৃণমূল নেতাদের কাঁধে ছিল বাংলার মানুষের নিজেদের দাবি জানিয়ে লেখা চিঠি। কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রজ্ঞা নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তাদের। সেই মতো মন্ত্রীর দপ্তরের সামনে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়ে দেন দেখা করতে পারছেন না। যদিও অভিষেক জানান, তাঁরা দেখা না করে যাবেন না। বাংলার মানুষের দাবিদাওয়া তাঁরা তুলে ধরবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত দেখা না করেই বেরিয়ে যান সেখান থেকে। এর পরেই পুলিশ এসে তুলে দেয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের।

বিক্ষোভরত তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে থাকা সাকেত এক্স পোস্ট করে লেখেন, 'দিল্লি পুলিশ আমাদের অপহরণ করেছে। আমরা কমিশনের সামনে প্রতিবাদ জানিয়ে বসেছিলাম। আমাদের সেখান থেকে তুলে দেওয়া হয়। বলা হয় মন্দির মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। তার পর দেখি আমাদের বাস ঘুরিয়ে অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' সোমবারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। সেই সঙ্গে কমিশনকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানানো হয়েছে।

'দিনের আলোয় গণতন্ত্রকে হত্যা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মহিলা সাংসদদের যেভাবে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে আমি মনে করি দিনের আলোয় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। দোলা সেনের পায়ে দু-সপ্তাহ আগে অপারেশন হয়েছে। তিন বারের সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়েছে দিল্লি পুলিশ। তাঁরা বাংলার মানুষের হয়ে কথা বলতে গিয়েছিলেন।' রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখার করার পর রাজভবনের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী শশী পাঁজা, ব্রাত্য বসু-সহ ১০ জন তৃণমূল নেতা। দিল্লিতে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের 'হেনস্তা' নিয়ে কথা বলার জন্য সময় চেয়েছিলেন অভিষেক। রাত ৯টায় সময় দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। সেই মতো এসে পৌঁছন অভিষেক-সহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের ১১ জন সদস্য। সোমবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ একে একে

রাজভবনে প্রবেশ করেন সুদীপ, ফিরহাদ, শশী, ব্রাত্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মালা রায়, অরূপ বিশ্বাস, কুণাল ঘোষ, অসীমা পাত্র। অভিষেক রাজভবনে পৌঁছলে সকলে মিলে রাজভবনের অন্দরে প্রবেশ করেন। সেখানেই রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলে হস্তক্ষেপের আবেদন করেন তাঁরা।

বহু স্কুলে মিলল হুমকি ইমেল !

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-সহ রাজ্যের বহু স্কুল বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে মেল পাঠিয়ে এই হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তারা পরিস্থিতির উপরে নজরে রাখছে। এই মেলগুলি সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি স্ক্রিনশটে দেখা গিয়েছে 'হ্যাপিহটডগ ১০১' নামের ইমেল আইডি থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলকে হুমকি চিঠি পাঠানো হয়েছে। মোট কতগুলি স্কুল হুমকি মেল পেয়েছে, কোন কোন জেলার স্কুল এই তালিকায় রয়েছে, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়ির কয়েকটি স্কুলও এই ইমেল পেয়েছে বলে সূত্রের খবর। ইমেল পাঠিয়ে লেখা হয়, 'এই বার্তা সবার জন্য। শ্রেণিকক্ষের বাইরে বোমা রাখা আছে। আগামিকাল সকালে যখন স্কুলে বাচ্চারা থাকবে তখন বোমাগুলি ফাটবে। আমাদের লক্ষ্য বেশি সংখ্যক মানুষকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।' লেখা রয়েছে ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী চিং এবং ডল। অভিনব ভারতী স্কুলের প্রিন্সিপাল হুমকি চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেন।

'তিনি' জেলে বন্দি, বীরভূমে অ্যাডভ্যান্টেজে বিরোধীরা

শুভাশিস বিশ্বাস

'তিনি' জেলে বন্দি। এই প্রথম তাঁকে ছাড়াই বীরভূমে লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নামতে চলেছে তৃণমূল। সেই 'তিনি' অর্থাৎ অনুব্রত মণ্ডলকে সামনে রেখেই ভোটযুদ্ধে যে ঝাঁপাবে বাংলার শাসকদল তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যখন বীরভূমে গিয়ে অনুব্রতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। সঙ্গে সুব্রতকে স্পষ্ট বার্তাও দিতে দেখা যায়, 'আমাদের মাথার উপর কেষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ, সেই অনুব্রতকে সামনে রেখেই ভোট ময়দানে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস।' এদিকে এবারও বীরভূমে তৃণমূল প্রার্থী করেছে ভোট ময়দানে হ্যাটট্রিক করা শতাব্দী রায়কেই। উল্টোদিকে বিজেপির বাজি প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর। আর কংগ্রেসের প্রার্থী হাঁসন বিধানসভার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মিলটন রশিদ। বীরভূম জেলার পশ্চিম এলাকা নিয়ে গঠিত বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র। ১৯৬২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই আসনটি সংরক্ষিত থাকলেও ২০০৯ সালের পর তা সাধারণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে সাতটি বিধানসভা। দুবরাজপুর, সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাঁসন, নলহাটি, মুরারই। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু, ৬ শতাংশ আদিবাসী মানুষের বাস। চাষাবাদ, খাদানের বালি-পাথর আর পর্যটনের ক্ষেত্র থেকেই জেলাবাসীর আয়। তবে সীমান্তবর্তী জেলা দিয়েই রমরমিয়ে

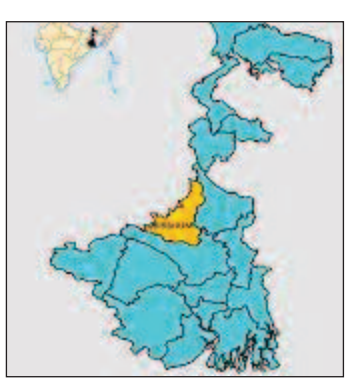

চলে গোরু, কয়লা, বালি পাচার। সেই পাচারচক্রকে হাতিয়ার করে ফুলেফেঁপে উঠেছে জেলার ব্যবসায়ীদের একাংশ। সিবিআই-ইডির লাগাতার অভিযানের দৌলতে সেই গল্প এখনও গোটা রাজ্যেরই জানা। গ্রামে বসবাসকারী ৮৫.৭৭ শতাংশ, শহরাঞ্চলে ১৪.২৩ শতাংশ, তফসিলি জাতি ২৯.০৩ শতাংশ, উপজাতি ৬.১১ শতাংশ। বীরভূমের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এক একটা পর্যায়ে এক একটি রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করেছেন বীরভূমের বাসিন্দারা। যেমন, ১৯৫২-'৭১ বীরভূম ছিল কংগ্রেসের দখলে। এরপর '৭১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ১০টি ভোটে জয়ী হয়েছেন সিপিএম প্রার্থীরা। এরপর রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের আগেই ২০০৯ সালে এই 'বামদুর্গে' থাবা বসান তৃণমূলের শতাব্দী রায়। সিপিএমের ব্রজ মুখোপাধ্যায়কে ৬১ হাজার ৬১১ ভোটে হারান তিনি। এরপর ২০১৪ সালেও ৬৭ হাজার ১২০ ভোটে জেতেন। এরই মাঝে ২০১৩ সাল নাগাদ উত্থান হয় অনুব্রত মণ্ডলের। এই অনুব্রতর প্রবল প্রতাপের জেরে বিরোধীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তবে পরিস্থিতি একটু বদলায় ২০১৮ সালের পঞ্চায়েতে। নির্বাচনের আগে মাথা তুলতে শুরু করে গেরুয়া শিবির। জেলাজুড়ে একাধিক সতীপীঠ আর বহু সংখ্যক মন্দির থাকায় হিন্দুত্বের হাওয়া তোলাও অনেক সহজ হয় বিজেপির পক্ষে।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

বড়মার ঘর দখল নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ মমতাবালা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মতুয়া মহা ধর্ম মেলা চলাকালীন প্রয়াত বড়মা বীণাপাণিদেবী ঘর দখল ঘিরে উত্তপ্ত ঠাকুরবাড়ি। সাংবাদিক বৈঠক করে শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতাবালা ঠাকুর। গাইঘাটা থানায় শান্তনু ঠাকুর-সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন তিনি। এদিকে শান্তনু সাফ জানালেন, তিনি ঠাকুমার ঘরে ঢুকেছেন। এখানে কোনও দখলের অভিযোগ হতেই পারে না। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, একটি হাতুড়ি দিয়ে কোলাপসিবল গেট ভাঙার চেষ্টা করছেন শান্তনু ঠাকুর। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এছাড়া আরও অনেকেই তাঁকে দরজাটি ভাঙতে সাহায্য করছে। তৃণমূলের অভিযোগ, মমতাবালা ঠাকুরের বাড়িতে চড়াও হওয়া সকলের হাতেই রয়েছে ধারালো অস্ত্র। অভিযোগ, বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘর দখল করতেই হামলা শান্তনুর। দরজা ভেঙে ঘর দখল করে ভিতরে বসেও

পড়েন শান্তনু ঠাকুর, তাঁর ভাই-সহ পরিবারের লোকজনেরা। এদিকে সাংবাদিক বৈঠক করে পুরনো ইতিহাস তুলে ধরেন মমতাবালা ঠাকুর। বলেন, 'বড়মা বেঁচে থাকা অবস্থায় কেন ওরা ঘরে দখল নিতে আসেনি। কেনই বা শান্তনু ঠাকুরদের জন্ম এই বাড়িতে হয়নি? কারণ আমার শ্বশুরমশাই প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ওদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল।' মমতাবালার দাবি, বিয়ের পর থেকেই তিনি বড়মার বাড়ির একটি ঘরে থাকতেন। আরেকটি ঘরে বড়মা থাকতেন। যদিও এসবকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শান্তনু ঠাকুর। তাঁর কথায়, 'আমার ঠাকুমা-ঠাকুরদাদার ঘর। অনেকবার ঢুকতে চেয়েছি। ওরা দখল করে রেখেছিল। এবার হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে হোক বা যেভাবেই হোক আমি ঢুকেছি। আমার ঠাকুরদার ঘর। এখানে কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম থাকবে? আমি কেন এসেছি, কাউকে কোনও কৈফিয়ত দেবো না। এই বাড়িতে আমাদের অধিকার আছে সেই অধিকার আমরা বুঝে নিয়েছি।' মমতাবালার দাবি, বড়মার ঘরে ঢোকার সময় তাঁকে ও তাঁর মেয়েকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছেন শান্তনু! তৃণমূল সাংসদের কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেখানে 'নারীর সশক্তিকরণ' নিয়ে নানাবিধ দাবি করে থাকেন, সেখানে তাঁরই 'পরিবারের সদস্য' এক মহিলার উপর অত্যাচার করেছেন। দেশে বিজেপির শাসনকালে এক জন রাজ্যসভার সাংসদের উপর যদি এমন 'অত্যাচার' হয়, তা হলে সাধারণ মহিলাদের কী অবস্থা হতে পারে আগামী দিনে, সেই প্রশ্ন তুলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মমতাবালা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৬ নং এফিডেভিট বলে Uttam Kumar Maity S/o. Ashoke Kumar Maity ও Uttam Maiti S/o. A. Maiti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬৪৭ নং এফিডেভিট বলে Dilip Sardar S/o. Bhogirath Sardar ও Dilip Sarkar S/o. Lt. B. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswanath Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nanigopal Pal ও N. G. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৪/২০২৪ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে L/67 নং এফিডেভিট বলে আমি Nandita Ram D/o. Sanjib Kumar Ram নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kazi Naaz নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৮৮ নং এফিডেভিট বলে Swapan Nayek S/o. Basan Nayek ও Swapan Nayak S/o. B. Nayak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumodipta Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dayamoy Ghosh ও D. Gjosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৩ নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Ghosh S/o. Prabhas Ghosh ও Joydeb Ghosh S/o. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল আহাম্মদ আলি সেখ, পিতা-মৃত মোহর আলি সেখ, সাং ও পোঃ-মালিয়াপোতা, থানা-তেহট্ট, জেলা-নদীয়া জানানো যাইতেছে যে, A.D.S.R. Palashipara অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12098/2023 নাম্বার বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে অনিল কুমার বিশ্বাস, পিতা-মৃত আবিনাশ বিশ্বাস হাল সাং-বিধান নিবাস, এস-৬-ই-১, ৪নং বিধান শিশু সরনী কোলকাতা-৫৪, সাবকে সাং ও পোঃ-মালিয়াপোতা, থানা-তেহট্ট, জেলা-নদীয়া। উক্ত বিক্রেতার পক্ষে গত ইং-২৭/৭/২০০৫ তারিখে D.S.R. Krishnanagar অফিসে রেজিষ্টীকৃত IV-49/2005 নাম্বার আমমোক্তার নামা দলিল মুলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার বিশ্বনাথ বিশ্বাস, পিতা-মৃত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং ও পোঃ-রুঘুনাথপুর, সাবেক থানা-করিমপুর, হাল থানা-হোগল বেড়িয়া, জেলা-নদীয়া, এর সহিত খরিদ করিয়া মালিক ও ভোগদখলকার রহিয়াছে। উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন কেস নাম্বার MN/2024/1316/933 এবং উক্ত মিউটেশন কেস মুলে BL & LRO TEHATTA-I নং অফিসে রেকর্ডের জন্য মক্কেল আবেদন করিয়াছে। উক্ত কেসটির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তিরিশ দিনের মধ্যে BL & LRO TEHATTA-1 যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। উক্ত সম্পত্তির তপশীল -জেলা-নদীয়া, মৌজা- ১১২নং পুটিমারী, এল.আর.-খতিয়ান-৫৫ নং আর.এস. ও এল.আর.- ৪৮১৮/৫৪৭৭ নং দাগে ৮ শতক ও উক্ত খতিয়ানে আর.এস. ও এল.আর.-৪৬৭৭ নং দাগে ৪০ শতক।

গৌতম মণ্ডল
এ্যাডভোকেট
তেহট্ট কোর্ট।

নাম পদবি পরিবর্তন

Mushalma Khatoon, স্বামী মহ সুলেমান খান, ঠিকানা : হাউস নং ১১, বিএল নং ১, পো : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৫ মাননীয় মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস), কলকাতা আদালত, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে হলফনামা নং ৮০৩, তারিখ ০৫.০৪.২০২৪ দাখিল বলে Musalma Khatoon হিসেবে পরিচিত হইলাম। Mushalma Khatoon এবং Musalma Khatoon এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৭৩৪ নং এফিডেভিট বলে Ranjit Kumar Das S/o. Tushtu Charan Das ও Ranjit Das S/o. T. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী রাজীব সাউ, পিতা-ঁ শ্যামসুন্দর সাউ ইংরাজী-২৮-০৪-২০১৫ তারিখ ৭৮/১, স্থিরপাড়া ৬৪ পল্লী ৩৫ নং ওয়ার্ডভুক্ত ভাটপাড়া পৌরসভার অর্ন্তগত জমির পোঃ- মন্ডলপাড়া, থানা- জগদ্দল, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২৭ বিবরণের জমি খরিদ করেন নৈহাটী ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রি করে। উক্ত জমির দাগ নং- ১৬৪০, খতিয়ান নং- ৩৭৯১, মৌজা-স্থিতপাড়া, জে.এল. নং-১১, থানা-জগদ্দল অধুনা ভাটপাড়া, জমির পরিমান-৩ কাঠা ১৩ ছটাক ১৬ বর্গফুট বা ২৭৬১ বর্গফুট। বর্ণিত জমি শ্রী রাজীব সাউ খরিদ করেন শ্রীমতী মীনা দেবী সাউ স্বামী শ্রী উত্তম এর থেকে। শ্রীমতী মীনা দেবী সাউ খরিদ করেন শ্রী রাম বর্ম্মন পিতা- শ্রী ক্ষেত্র বর্ম্মন এর থেকে। শ্রী রাম বর্ম্মন খরিদ করেন। ১) শ্রী শান্তি রঞ্জন ভদ্র ২) অনিল ভদ্র ও ৩) মঞ্জুরী ভদ্র সকলের পিতা-ঁ মনিমোহন ভদ্রের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ৩০-০৪-২০১০ তারিখে নৈহাটী ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল দ্বারা যাহার নং I-3478/2010 নং দলিলমূলে। বর্তমানে ঐ দলিল আমার মক্কেল হারিয়ে ফেলেছেন। এজন্য তিনি ভাটপাড়া থানায় G.D ও করেছেন। যাহার নম্বর হল DGE 460 dt. 07-04-24, যদি কেউ এই I-3478/2010 দলিলটি পেয়ে থাকেন তবে ১৫ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলের সাথে যোগাযোগ করুন।

Sasanka Sekhar Roy
Advocate
Barrackpore Court,
24 PGS (N)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই এপ্রিল ই, ২৬শে চৈত্র, মঙ্গল বার, চৈত্র দুর্গা প্রতিপদ তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(চৈত্র বাসন্তী শ্রীশ্রী দুর্গা বাসন্তী অন্নপূর্ণা উৎসব। নবরাত্রি শুভারম্ভ)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নির্বাচনের কমিশনের সামনে নতুন প্রতিবন্ধকতা

স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা বেড়ে হল ১০০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের সামনে নতুন প্রতিবন্ধকতা। ১০ শতাংশ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা বেড়ে ১০০ শতাংশে পরিণত হয়েছে। কমিশনের চোখে সমস্ত বুথই স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। ১০০ শতাংশ কোম্পানি দিয়ে যে ভোট করতে চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন সেটাই এখন উল্টে তাঁদের কাছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

এর পাশাপাশি লোকসভা ভোট শুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশন করাতে পারবে কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ও দেখার বিষয়। ভোট পূর্ববর্তী হিংসা ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের পরও পোলিং এজেন্ট নিহত হয়েছিলেন কোচবিহারে। সেই ঘটনায় তোলপাড় হয়ে ওঠে গোটা বাংলা। শীতলকুচির সিতাইয়ে ব্যালট বাক্সও পোড়ানো হয়। অন্যদিকে, ২০২১ সালের ১০ এপ্রিল, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের চতুর্থ দফা ভোটের দিন কোচবিহারের শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের জোড়পাটকির ১২৬ নং বুথে ঘটে গিয়েছিল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গুলি কান্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪ জনের। এবারও সেই লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের শীতলকুচি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ-র বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। পুনরায় শীতলকুচি আবার স্পর্শকাতর এলাকা ও রাজনৈতিক শিরোনামের শীর্ষে উঠে আসে।

নির্বাচন কমিশন ১০০ শতাংশ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রতি বুথে মোতায়েন করলেও সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ভোট দাতাদের মধ্যে থেকে ভীতি ও আতঙ্ক দূর করতে পারবে কি? কোচবিহারের শীতলকুচির সাধারণ মানুষকে কি ভোটমুখী করতে সক্ষম হবে কমিশন! তাই ১০০ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করলেই হবে না, মানুষের ভোটাধিকারকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেটাও দেখতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। কিন্তু কমিশনের এক কর্তার কথায়, কোচবিহারে এবারেও অশান্তি হবেই। কিন্তু তাকে আটকানোর কোনও রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছেন না কমিশনের কর্মকর্তারা। আর এখান থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি কমিশন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিকে আটকাতে ব্যর্থ হবে নাকি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সেটাই এখন দেখার।

নির্বাচন কমিশনে বঙ্গে বিগত ভোটের খতিয়ান দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনে কমিশনে বিজেপির প্রতিনিধি দল। এরপরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, নির্বাচন কমিশনে তিনি ঠিক কী কী অভিযোগ জানিয়েছেন সে ব্যাপারে। এদিন, শুভেন্দু জানান, ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে যেমন নালিশ ঠুকেছেন, তেমনই ভোটের সময় এ রাজ্যে কতখানি হিংসা হয় সেই বিষয়কেও কমিশনকে অবগত করেছেন।

এরই পাশাপাশি সোমবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু জানান, 'আমরা ২১-এর বিধানসভা ভোটের পরবর্তী কথা জানিয়েছি। ভোটের পর ১২ হাজার মামলা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। ৬১ এফআইআর সিবিআই করেছে। আমরা বিভিন্ন তথ্য দেখিয়েছি।' এরই পাশাপাশি বিরোধী দলনেতার দাবি, আমরা বলেছি আজ পর্যন্ত ১৫টা রাজ্যে ভোট হয়েছে। কোথাও ভোটের দিন, ভোট গণনার দিন বা ভোটের পর হিংসার ঘটনা ঘটে না। একমাত্র বাংলা বাদে। একইসঙ্গে ভোটে হিংসার ঘটনার বিভিন্ন নথিও এদিন তিনি তুলে ধরেন কমিশনে। কমিশনে তিনি ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের রেফারেন্সও দিয়েছেন। কীভাবে ৮২০ কোম্পানি বাহিনী এসেছিল, ৫৫ জন মারা গিয়েছেন, প্রার্থী খুন হয়েছে, গণনা সেন্টারে কাউন্টিং এজেন্টরা ঢুকতে পারেনি, প্রায় এক কোটি ভোটার ভোট দিতে পারেনি-এসব তথ্যই সোমবার তিনি জানিয়েছেন কমিশনে। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু এও জানান, বাংলার মানুষ শান্তি চায়। সব রাজনৈতিক দল চায় যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং-মিছিল-প্রচার করা যায়।

এখানেই শেষ নয়, এদিন শুভেন্দু এও বলেন, 'আমরা পরিষ্কার বলেছি তৃণমূল সন্দেশখালির ঘটনার পর বর্জিত হয়েছে।দ তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাগুলি এখন নাকি কার্যত ফাঁকা। এরই রেশ টেনে শুভেন্দু এও জানান, 'নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হওয়ার জন্য এখন পাত্তা দেওয়া যাচ্ছে না। কন্যাশ্রীর মেয়েদের আনা যাচ্ছে না, সবুজ সাথীর সাইকেল দেওয়া যাচ্ছে। না তাই মিটিংগুলোতে জণগনের দেখা নেই।'

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। ভোটার, আধার-সহ ১০টি পরিচয়পত্রের মধ্যে ১টিও না-থাকলে বি এল ও-দের দেওয়া স্লিপের ভিত্তিতে ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা।

বর্তমানে জলপাইগুড়ির ঘটনায় প্রেক্ষিতে নতুন করে বিষয়টা কার্যকর করতে চলেছে কমিশন। ভোটার কার্ড, আধারকার্ড-সহ ১০টি পরিচয়পত্রের মধ্যে একটিও নেই, তাহলেও ভোট দিতে সমস্যা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

কমিশন জানিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ভাবনা নিয়েছে তাঁরা। ভোটার, আধার-সহ ১০টি পরিচয়পত্রের মধ্যে একটিও না থাকলে বিএলও-দের দেওয়া স্লিপের ভিত্তিতে ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা। মূলত জলপাইগুড়ির ঘটনাকে সামনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় ভোট রয়েছে। এদিকে গত সপ্তাহের রবিবারই জলপাইগুড়িতে বিধ্বংসী ঝড় হয়। তাতে প্রাণহানি তো হয়েছেই, বিস্তৃর্ণ এলাকাও ক্ষতিগ্রস্থ। সেখানকার ভোটাররা কী ভাবে ভোট দেবেন, তা নিয়ে চিন্তা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

একই সঙ্গে কমিশন জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে থেকেই উত্তরবঙ্গের নির্বাচন চলাকালীন ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন রাজ্যে আসা বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক ও বিশেষ সাধারণ পর্যবেক্ষক। মঙ্গলবারই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে যাচ্ছেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক। এমনটাই জানিয়েছেন অ্যাডিশনাল সিইও অরিন্দম নিয়োগী। সূত্রের খবর, এলাকা পরিদর্শন ও লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। কথা বলতে পারেন সাধারণ ভোটারদের সঙ্গেও।

বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি ব্যান্ডেল শাখার গরিফা স্টেশন চত্বরে দুষ্কৃতীদের বোমাবাজি। ভোটের মুখে রবিবার মধ্যরাতে নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গরিফা স্টেশন চত্বরে বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্কিত স্টেশন সন্নিহিত বাসিন্দারা। স্থানীয়রা জানান, পরপর দু'টি বোমার শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন মাথায় গামছা পেঁচানো দুই যুবক বোমা মেরে পালাচ্ছে। স্থানীয় কয়েকজন ধাওয়া করে ওদের ধরতে পারেনি। তবে কেন দুষ্কৃতীরা বোমা মারলো, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্তে নৈহাটি থানার পুলিশ।

পিচচট কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লিলুয়া: লিলুয়ায় পাটুলি পাড়ার কাছে একটি পিচ চটকারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে সোমবার দুপুরে। প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকার কারণে মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে । দমকল কে খবর দিলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আসে। এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে

সূত্রের খবর প্রধানত পিচ চট তৈরি হত ওই কারখানাতে। সোমবার দুপুরে কাজ চলার সময়তেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কর্মী সূত্রে জানা যাচ্ছে প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর বেশ খানিকক্ষণ ঠান্ডাকরণ প্রক্রিয়া চলে। জুট কারখানা হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই বলেই দমকল সূত্রে খবর। যদিও আগুন কী ভাবে লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবেমনে করা হচ্ছে।

লিলুয়া দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক উৎপল সাহা জানান, আগুন নেভাতে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন কাজ করেছে। পাশাপাশি গোপাল যাদব নামে স্থানীয় এক যুবক তিনিও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান কারখানার আশপাশ থেকে জুটের চট সরিয়ে ফেলার কাজ করেন।

এমসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারত- কেনিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে বক্তব্য পেশ করছেন পিটার মুনিরি, ভারতে নিযুক্ত কেনিয়া প্রজাতন্ত্রের হাইকমিশনার। উপস্থিত রয়েছেন এমসিসিআই-এর কাউন্সিল অন ফরেন ট্রেডের কো-চেয়ারম্যান শ্রীকান্ত জৈন, অনুপম শাহ, এমসিসিআই-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, কলকাতায় রিপাবলিক অফ কেনিয়ার অনারারি কনসাল প্রণয় পোদ্দার।

কাঁচরাপাড়া হাসপাতালে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁচরাপাড়া: স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হল কাঁচরাপাড়ার রেল হাসপাতালে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কীভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতায় এদিন একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার ওই অনুষ্ঠানে ডাঃ অনুপা ঘোষ, চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, ডাঃ শাশ্বতী দাস, অতিরিক্ত চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ইভেন্টে অতিথি বক্তা ড. গৌতম সাহা এবং ড. সৌম্য সরকার, ডব্লিউএইচও-এর সার্ভিল্যান্স মেডিকেল অফিসার বুস্টার সহ ভ্যাকসিন-প্রতিরোধযোগ্য রোগের বিরুদ্ধে টিকাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে জানান।

ইদের মুখে বাতিল হল মৈত্রী এবং বন্ধন এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সাময়িকভাবে বাতিল হল মৈত্রী এবং বন্ধন এক্সপ্রেস। পূর্ব রেল সূত্রে খবর ১৩১০৯ / ১৩১১০ কলকাতা-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-কলকাতা মৈত্রেয়ী এক্সপ্রেস , ১৩১০৭ / ১৩১০৮ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-কলকাতা-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ১৩১২৯ / ১৩১৩০ কলকাতা-খুলনা-, কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস ইদ উপলক্ষে বন্ধ থাকবে।

১৩১০৭ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট , কলকাতা মৈত্রেয়ী এক্সপ্রেস ৭, ৯, ১২, ১৪, ১৬ এপ্রিল বাতিল করা হয়েছে।

১৩১১০ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট , কলকাতা মৈত্রেয়ী এক্সপ্রেস ১০, ১৩, ১৭ এপ্রিল বাতিল করা হয়েছে।

১৩১০৮ কলকাতা , ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মৈত্রেয়ী এক্সপ্রেস ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৭ এপ্রিল বাতিল করা হয়েছে।

১৩১০৯ কলকাতা , ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মৈত্রেয়ী এক্সপ্রেস ৯, ১২, ১৬ এপ্রিল বাতিল করা হয়েছে।

১৩১২৯ কলকাতা , খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস ১১ এপ্রিল বাতিল করা হয়েছে।

১৩১৩০ খুলনা , কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস ১১ এপ্রিল বাতিল করা হয়েছে।

ইদের পর ফের এই আন্তর্জাতিক ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

'তিনি' জেলে বন্দি থাকায় বীরভূমে অ্যাডভ্যান্টেজে বিরোধীরা

প্রথম পাতার পর...

এদিকে ২০১৮ সালের মাখরা গ্রামে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুলি চলে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে আরএসএসের কেন্দ্রীয় নেতারা এসে জোর প্রচার চালান। সব মিলিয়ে বিজেপির গেরুয়া পতাকায় হাওয়া লাগে। তবে জনসমর্থন বাড়লেও ভোটবাক্সে তার প্রমাণ মেলেনি। বরং ২০১৯ সালে এই কেন্দ্রে মার্জিন আর বাড়িয়ে ৮৯ হাজার ৭১১ ভোটে জেতেন শতাব্দী। এদিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২০১৯ সালে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে পদ্মশিবির। বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল এই কেন্দ্র থেকে ৩৯.৩ শতাংশ ভোট পান। সাতটি বিধানসভার মধ্যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে যায় বিজেপি। বিজেপির ঝুলিতে ভোট বাড়ে ২০ শতাংশ।

এরপর বীরভূমকে পাখির চোখ করে ঝাঁপায় বিজেপি। এরপর একুশের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, জেপি নাড্ডারা প্রচারে 'কার্পেট বম্বিং' করেও একটি বিধানসভা আসনে পদ্ম ফোটাতে সক্ষম হন। সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাসন, নলহাটি এবং মুরারই যায় তৃণমূলের ঝুলিতে। দুবরাজপুর কেন্দ্রে জেতেন বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনেই করছেন না শতাব্দী। শতাব্দীর চোখে 'ওরা সোশাল মিডিয়ায় অনেক এগিয়ে। কারণ ওদের মাঠে কাজ করার লোক নেই। পতাকা লাগানোর লোক নেই। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করে ওরা। বিজেপিকে নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যাথা নেই।' অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের প্রতিশ্রুতি, এলাকার সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের চেষ্টার। সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন আর সেই কারণেই পূর্ণ রাজনীতিক হিসেবে ২৪ ঘণ্টা ৩৬৫ দিন তাঁকে পাশে পাবেন বীরভূমবাসী। সঙ্গে দেবাশিসবাবু এও মনে করেন, একদিকে অভিনয় আর অন্যদিকে রাজনীতি একসঙ্গে হয় না।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে অনুব্রত না থাকায় বীরভূম দখলের সুবর্ণ সুযোগ বিরোধীদের হাতে। সামান্য হলেও ব্যাকফুটে তৃণমূল। সঙ্গে রয়েছে বগটুইয়ের মতো ইস্যুও। অন্যদিকে অন্তর্দ্বন্দ্বতে জেরবার বিজেপিও। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এরজন্য হাজতবাস করলেও ফের তাঁকে সভাপতি করায় বিজেপির পুরনো কর্মীদের একাংশ বসে গিয়েছেন। আবার ধ্রুবর হাত ধরেই বিজেপিতে আসছেন তরুণ প্রজন্ম। এদিকে অনেকেরই ধারনা, ২০২৪-এর নির্বাচনে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে এবার 'কালো ঘোড়া' হতে পারেন কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ। বীরভূমের একটা বিরাট অংশে জনপ্রিয়তা রয়েছে তাঁর। মিল্টনের ওপর ভরসা করছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও। তাঁর প্রচারে কংগ্রেসের একাংশ বিরোধিতা করায় সাত নেতাকে বহিষ্কারও করে কংগ্রেস। এখানেই শেষ নয়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, 'মিল্টন রশিদ একাই কাফি। যাঁরা সহযোগিতা করবে না বলে ধমকি দেখাচ্ছেন, কংগ্রেস তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। সে দক্ষ সংগঠক। মিল্টন রশিদের বীরভূমে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।' ফলে ভোট কাটাকাটির খেলায় দেড় দশকের তৃণমূল সাংসদকে মাত দিতে পারেন যে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাই। তবে সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বেশি ঝুঁকে বিজেপির দিকেই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ এপ্রিল ২০২৪ ২৬ চৈত্র ১৪৩০ মঙ্গলবার

খোলা হল চন্দ্রনাথের মোবাইল লক

এবার ইডির নজরে 'চ্যাট হিস্ট্রি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ইডির হাতে আসতে চলেছে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথের চ্যাট হিস্ট্রি। আর এতে অনেকেৎই ধারনা, এই চ্যাট হিস্ট্রি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেদর হাতে এলেই বিপদ বাড়বে চন্দ্রনাথের।এদিকে ইডি সূত্রে খবর, অবশেষে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার মোবাইল আনলক করা সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বোলপুরে চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালায় ইডি। ১৪ ঘণ্টার তল্লাশি শেষ টাকার পাহাড় উদ্ধার হয় চন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে। চন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে

উদ্ধার হয় ৪১ লক্ষ টাকা। এর পাশাপাশি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী মোবাইল ফোনটিও বাজেয়াপ্ত করে ইডি। সিএফএসএলে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানোও হয়। কিন্তু মোবাইল ফোনটি আনলক করা নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছিল। কিছুতেই তা খোলা যাচ্ছিল না। তবে এমন পাসওয়ার্ডই ছিল যার কারণে তদন্তকারীদের তা খুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। ইডি সূত্রে খবর, এরপর সেই মোবাইল আনলক করার জন্য চন্দ্রনাথকে নোটিস পাঠানো হয়। তিনি হাজির না হলেও তাঁর এক প্রতিনিধি ইডি দপ্তরে হাজিরা দেয়। তিনিই অফিসারদের সামনে মোবাইল আনলক করেন। তদন্তকারীরা আশা করছেন এই মোবাইল থেকে মিলতে পারে জরুরি তথ্যপ্রমাণ। মোবাইলের চ্যাট হিস্ট্রিতে নজর তদন্তকারীদের।

শুরু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে মেট্রো রেলের কাজ, দায়িত্বে বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুরু হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে মেট্রো রেলের কাজ। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের, মাত্র ১৫ মিটার তলা দিয়ে যাবে মেট্রো রেলের লাইন। ভিক্টোরিয়াতেও হবে একটি স্টেশন। ফলে সাধারণ মানুষ ওই স্টেশন থেকে নেমেই ভিক্টোরিয়ায় ঢুকে যেতে পারবেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যে প্রধান গেট রয়েছে, তার পাশেই হবে ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশন। যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মেট্রো স্টেশনের কাজ হবে, তখন এই কাজের দায়িত্বে থাকছেন মাদ্রাজ আইআইটি-এর বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে ভিক্টোরিয়ার মতো স্থাপত্যের তলা দিয়ে মেট্রো লাইন গেলে নতুন করে বিপত্তি তৈরি হবে না তো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে প্রথম থেকেই। সেই বিষয়েও বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে। ২০১৬ সালে জোকা-বিবাদিবাগ মেট্রোরেল প্রকল্পের আওতায় ভিক্টোরিয়া স্টেশন তৈরির জন্য ভিক্টোরিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। সেই সময় এই প্রকল্পের বিষয় খ তিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন আইআইটি খড়্গপুর সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিশেষজ্ঞরা। ২০১৬ সাল থেকে এঁরা লাগাতার সমীক্ষা করেন। দেখা হয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে মেট্রোর কাজ করলে কোনও অসুবিধা হবে কিনা। সেই নিয়ে শুরু হয় সমীক্ষা। খতিয়ে দেখা হয়, মেট্রোর কাজের ফলে স্থাপত্যের কোনও ক্ষতি হবে কি না, তা নিয়েও বিস্তারিত পরীক্ষা করা হয়। তারপর আর্টিফিশিয়াল স্টিম্যুলেশন বা কৃত্রিম কম্পন তৈরি করে শুরু হয় পরীক্ষা। অর্থাৎ কম্পন তৈরি হলে স্থাপত্যের কোনও ক্ষতি হবে কি না, তা নিয়ে স্পষ্ট জানতে শুরু হয় পরীক্ষা। সেই রিপোর্টে দেখ া গিয়েছে, কম্পনের জন্য স্থাপত্যের কোনও ক্ষতি হবে না। তাই ভিক্টোরিয়া ট্রাস্টির পক্ষ থেকে মেট্রো রেলওয়ে নির্মাণকারী সংস্থাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে মেট্রো নির্মাণের।

তবে মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে ভিক্টোরিয়া কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেছে, যাতে পর্যটকদের কোনও অসুবিধা না হয়। পাশাপাশি মাটির উপরে যেন কোনও কাঠামো তৈরি না হয়, আর ভিক্টোরিয়ার দিকে যেন প্রবেশ করার ও বাইরে যাওয়ার পথ থাকে।

শওকত মোল্লার প্ররোচনায় মিথ্যে অভিযোগ দায়ের, আদালতে বিস্ফোরক দাবি আরাবুলের আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আরাবুল ইসলাম। এবার এই মামলাতেই আরাবুলের আঙুল ভাঙড় পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার দিকে। আদালতে আরাবুলের আইনজীবীর অভিযোগ, শওকতের প্ররোচনাতেই আরাবুলের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, সোমবার আদালত এ বিষয়ে রাজ্যের কাছে কিছু নথি চেয়ে পাঠিয়েছে। সেখানে এখনও পর্যন্ত আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা রয়েছে ও কত চার্জশিট দেওয়া হয়েছে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। এই সংক্রন্ত তথ্য রাজ্যের কাছে তলব করছে কোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ এপ্রিল।

প্রসঙ্গত, গত ৮ ফেব্রুয়ারি তোলাবাজি ও খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন আরাবুল ইসলাম। ২০২৩ এর ১৫ এপ্রিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে খুন হন মইনুদ্দিন মোল্লা নামে এক আইএসএফ কর্মী। এই ঘটনায় নাম জড়ায় আরাবুলের। ২০২৩ সালের মামলায় হঠাৎ করেই চলতি বছর ৮ ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অতর্কিতে হানা দিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় আরাবুলকে। এরই পাশাপাশি গ্রেপ্তারির আগে আরাবুলের বিরুদ্ধে ভাঙড়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার তোলাবাজির ধারাও যুক্ত করে পুলিশ। শুধু তাই নয়, নিত্য নতুন মামলায় পুলিশ আরাবুলকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ আরাবুলের। এই ঘটনাতেই পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার মামলা রুজু করেন আরাবুলের আইনজীবী।

এদিকে ভাঙড়ের অলিতে-গলিতে কান পাতলেই শোনা যায় আরাবুল ইসলাম ও শওকত মোল্লাদের অন্দরের কোন্দলের কাহিনি। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেই কোন্দলে সাময়িক বিরতি পরে। ভাঙড়ের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব শওকতকে দেওয়ার পর কাইজার আহমেদ ও আরাবুলকে নিয়ে চলে লাগাতার মিটিংও। এমনকী তিন নেতাকে একসঙ্গে মিছিলে হাঁটতেও দেখা যায়। এরপর লোকসভা ভোটের ঠিক আগে গ্রেপ্তার হলেন আরাবুল।

প্রগতি ময়দানে প্লাস্টিকের কারখানায় আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আগুন লাগল কলকাতায়। প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় ধাপার কাছে এক প্লাস্টিকের কারখানায় আচমকা আগুন লাগে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নিমেষের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ইএম বাইপাস লাগোয়া প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ১২ নং বহিশতলায় আচমকা আগুন লেগে যায় একটি প্লাস্টিকের কারখানায়। পাশেই স্তূপ করে রাখা ছিল ডেকরেটর্স সামগ্রীর জিনিসপত্র। দাহ্য বস্তু হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তাতেই ছড়ায় তীব্র আতঙ্ক। এলাকাবাসী ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাঠানো হয় দমকলে। সঙ্গে সঙ্গে ৩টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। কিন্তু ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় কাজ করতে অসুবিধায় পড়েন দমকল কর্মীরা। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষনে প্লাস্টিকের কারখানাটি প্রায় পুরোটাই পুড়ে যায়। পাশে থাকা ডেকরেটর্সের সামগ্রীর অনেকটাই ভস্মীভূত হয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, জনবসতির পাশেই গত ৫ বছর ধরে একটি প্লাস্টিকের কারখানা চলছে। তাঁরা বহুবার আপত্তি জানিয়েছিলেন। তবে তাতে কেউ কর্ণপাত করেননি। সোমবার অগ্নিকাণ্ডের পর গুদামের মালিক বা কর্মীদের কাউকে ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি। রাতে কারখ ানা বন্ধই ছিল। তা সত্ত্বেও সকালের দিকে কীভাবে আগুন লাগল, তা বুঝতে পারছেন না কেউই। দমকল সূত্রে খবর, গুদাম মালিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। দ্রুত তদন্ত শুরু হবে।

পরিবেশ বাঁচানো, লাদাখককে ষষ্ঠ তপসিলের অর্ন্তভুক্ত করা -সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন করছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইঞ্জিনিয়ার সোনম ওয়াংচুক। সেই আন্দোলনের আঁচ এবার কলকাতাতেও। নদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাও মঞ্চের তরফে সোনমের দাবিতে আন্দোলন। ছবি: অদিতি সাহা

দম্পতির একজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলেও, অন্যের বাড়ি ভাড়া বন্ধ করা যাবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বামী বা স্ত্রীর একজন যদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন, তাহলেও অন্যের বাড়ি ভাড়া বাবদ ভাতা সরকার বন্ধ করতে পারে না। স্বামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত, এই অজুহাতে এক শিক্ষিকার 'হাউস রেন্ট অ্যালন্স' বন্ধ সংক্রান্ত মামলায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এই ধরনের পদক্ষেপ আইন বিরুদ্ধ বলেও জানিয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। আদালতের পর্যবেক্ষণে তাঁর মত, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ প্রাইভেটে চাকরি করলে তা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

অভিযোগ, ৮ বছর আগে রাজ্য সরকার এক শিক্ষিকার বেতনের অংশ হিসেবে গণ্য হওয়া 'হাউস রেন্ট অ্যালায়েন্স' বন্ধ করে দেয়। শিক্ষিকা রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে আবেদন জানালেও তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে হাই কোর্টের

নির্দেশ হাইকোর্টের

দ্বারস্থ হন তিনি। তাঁর আইনজীবী সুদীপ ঘোষ চৌধুরী জানান, হুগলির কিংকরবাটি এগ্রিকালচারাল স্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা সুপর্ণা দাস সরকার। ২০০৬ সাল থেকে তিনি কর্মরত। সেই সময় থেকেই তিনি বাড়ি ভাড়া পেয়ে আসছেন। হঠাৎ-ই ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর বাড়ি ভাড়া বন্ধ করে দেয় রাজ্য। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। যদিও রাজ্যের যুক্তি, দুজনে একসঙ্গে চাকরিরত অবস্থায় বাড়িভাড়া পেতে পারে না। সরকারি কৌঁসুলি তনুজা বসাকের দাবি, এনিয়ে রাজ্যের স্পষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। ২০১২ সালে রাজ্যের জারি হয় এক নির্দেশিকা তুলে ধরে রাজ্যের কৌঁসুলির আরও দাবি, স্বামী স্ত্রী দুজনের এক জন যদি বেসরকারি চাকুরিরতও হন তাহলে অপরজন রাজ্যের বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত এই ভাতা পাবেন না। পালটা মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি ছিল, এনিয়ে আগেই হাই কোর্টের বিচারপতি শেখর ববি সরাফের নির্দেশিকা রয়েছে। তার পরেও রাজ্য তা মানেনি। বহু সরকারি চাকরিরতের বাড়িভাড়া এভাবে বন্ধ করে রেখেছে রাজ্য। রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত বিধিবহির্ভূত। বর্তমানে রাজ্যের জারি করা ওই নির্দেশিকার কোনও অস্তিত্বই নেই। আবেদনকারির বক্তব্য প্রেক্ষিতে রাজ্যের যুক্তি খারিজ করে ওই শিক্ষিকাকে এক মাসের মধ্যে তাঁর সুদ সহ বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বসু।

চোলাই মদের ভাঁটি নিয়ে সরব অর্জুন সিং

মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর জেটিয়া থানার পলাশি মাঝিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দাঁড়িওয়ালা আদিবাসী পাড়া গ্রামে বেআইনি চোলাই ভাটিতে মৃত যুবকের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বহুদিন ধরে এই গ্রামে বেআইনি চোলাই মদের ভাটি চলছে। চোলাই মদ খেয়ে রাজ্যে একাধিকবার মৃত্যুর ঘটনায় হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। চোলাই মদ খেয়ে মৃতদের পরিবারকে সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে । তাহলে কি একজনের মৃত্যুর মূল্য মাত্র দু'লক্ষ টাকা।' এদিন বিদায়ী সাংসদ সুর চড়িয়ে বলেন, 'অলিতে গলিতে বারের লাইসেন্স দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। তা সত্ত্বেও পুলিশ ও শাসকদলের নেতাদের মদতে চলছে চোলাই মদের কারবার। তাঁর দাবি, পুলিশ ডিএ পায় না। তাই পুলিশকে মদের ভাটি থেকে পয়সা তুলতে হয়।' তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল নেতা রবি নিয়োগী আগে বীজপুর থানার দালালি করতেন। এখন রবি নিয়োগীর তত্ত্বাবধানে বেআইনি চোলাই মদের কারবার চলছে। আর তাঁর মাথার ওপর রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে জেটিয়া থানার দাঁড়িওয়ালা আদিবাসী পাড়া গ্রামে চেম্বারে নেমে মদ তৈরির উপকরণ তুলতে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম মুকুর সোরেন (৩৫)। তাঁর বাড়ি শিবদাসপুর থানার আঁটিসাড়া গ্রামে। আহত আরও দুজন কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতের কাকা ধনঞ্জয় হাঁসদা জানান, রবিবার সকালে বোনের বাড়ি যাবার নাম করে ভাইপো বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। মধ্য রাতে তারা ভাইপোর মৃত্যুর সংবাদ পান। কিন্তু কীভাবে ভাইপোর মৃত্যু হয়েছে, তা তিনি জানেন না। তবে সোমবার বেলায় সাংসদ বাড়িতে এসে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব মণ্ডল জানান, মদের ভাটিতে আট ফুট গভীর চেম্বার আছে। ওই চেম্বারের মধ্যে মদ তৈরির উপকরণ গুড়, পচা ভাত-সহ অন্যান্য সামগ্রী রাখা থাকে। রবিবার রাতে ওই চেম্বারের মধ্যে মই লাগিয়ে মদ তৈরির উপকরণ বের করছিলেন তিনজন। যাতে কেউ দেখ তে না পারে, সেইজন্য চেম্বারের ঢাকনা লাগানো ছিল। ঢাকনা দেওয়ায় গ্যাস বাইরে বেরোতে না পারায় চেম্বারের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাকি দুজনকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে চোলাই ভাটিতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়ায় পলাশি মাঝিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দাঁড়িওয়ালা আদিবাসী পাড়া গ্রামে। চোলাই মদের ভাটি উচ্ছেদের দাবিতে সরব হলেন প্রমিলা বাহিনী। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে গ্রাম থেকে মদের ভাটি উচ্ছেদ করতে হবে। বিক্ষোভকারীরা জানান, পরিবারের কর্তারা ও ছেলেরা মদের ভাটিতে গিয়ে মদ্যপান করে পয়সা খরচ করে ফেলছে। ফলে তাদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাছাড়া কর্তা ও ছেলেরা মদ খেয়ে বাড়িতে এসে নিত্যদিন অশান্তি করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ আর নেতাদের মদতে বহু বছর ধরেই এই মদের ভাটি চলছে।

বৃষ্টিতে ফিরেছে স্বস্তি, তাপপ্রবাহ নয় এখনই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাঁসফাঁস করা কলকাতায় এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস। শুধু তাই নয়, ভোররাতে জোরে পাখা চললে পাতলা চাদরটাও টেনে নিতে হচ্ছে। দিন দুই আগেও যেখান প্রবল গরমে শরীর আনচান করছিল, সেখ ানে রবিবার সকালে আকাশ কালো করে আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হতেই যেন ভোল বদল আবহাওয়ার।

সোমবার সকালে সব জায়গায় বৃষ্টি না হলেও, বজায় ছিল স্বস্তি। প্রবল গরম থেকে কিছুটা অব্যাহতি মিলেছে। তথ্য বলছে রবিবারের বৃষ্টিতে এক ধাক্কায় কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে। আপাতত মঙ্গলবার পর্যন্ত আবহাওয়া মোটের উপর স্বস্তিদায়ক থাকবে বলেই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস। এদিন পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। তারপরেও কটাদিন তাপ প্রবাহের সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে,

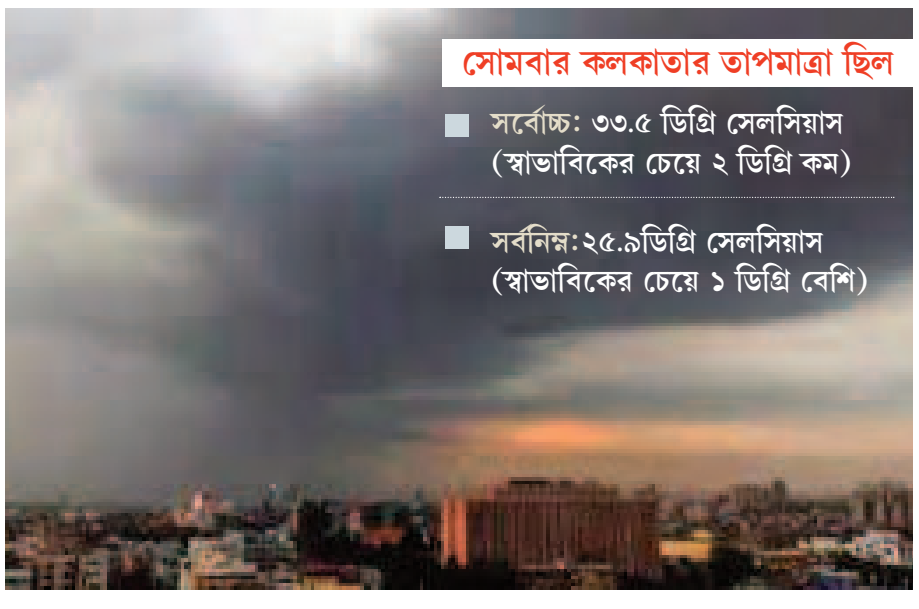

১১ এপ্রিল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। বঙ্গোপসাগরের উপর ঘূর্ণাবর্তের জেরেই এই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার ঝড়-বৃষ্টি জারি থাকবে একাধিক জেলায়।

দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে বেশি বৃষ্টি হবে বলে জানা গিয়েছে। বাকি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার ও বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও রয়েছে। এই পরিস্থিতির জেরেই পিছু হটেছে তাপপ্রবাহ।শনিবারও যেখানে রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চলে তাপমাত্রা ছিল ৪২ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই, সেখানে সোমবার ৩০ ডিগ্রির নীচে নেমে গিয়েছে সেই পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা। সোমবার বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ৯ ডিগ্রি কম। এছাড়া শ্রীনিকেতনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেটাও স্বাভাবিকের থেকে ৭ ডিগ্রি কম। অর্থাৎ সার্বিকভাবে যে একটা স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা বলাই যায়।

সম্পাদকীয়

মহেন্দ্রলালের আধুনিক চিন্তা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি অনুরাগ কি বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল?

কেন এমন হচ্ছে? স্বাধীনতা-উত্তর শিক্ষাব্যবস্থায় আজও ঔপনিবেশিক শিক্ষার রেশ রয়ে গিয়েছে। ফলে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চা সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়নি। সত্যিই কি প্রগতিবাদী শিক্ষাবিদদের একটা বড় অংশ বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, গান্ধীর মতো মানুষকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঘেরাটোপে ব্রাত্য করে রেখেছিলেন? এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধ সঙ্কলনের (আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে, ২০১৫) একটি অধ্যায়ে (বঙ্কিম-গরিমার উত্তরাধিকার) লিখেছিলেন, 'সবাই জানি বঙ্কিমবাবুর ইচ্ছা ছিল ঝান্সীর রানীর প্রদীপ্ত জীবন অবলম্বনে লিখবেন। কিন্তু ইংরেজের চাকরির অভিশাপ মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন বলে মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলেন। কি যন্ত্রণাই পেতে হয়েছিল আনন্দমঠ (১৮৮২) প্রকাশের পর। সাহেবরা যাতে প্রচণ্ড খেপে না যায় সেজন্য বইটি ইংরেজদের বিপক্ষে লেখা হয়নি তার সাফাই গাওয়াতে হয় সমালোচকদের দিয়ে আর প্রথম সংস্করণকে রীতিমতো বদলাতে হয়; যেখানে ইংরেজ, গোরা ইত্যাদি শব্দ শিল্পগত যুক্তি ছাড়াই বদলে করতে হল যবন আর মুসলমান।' অন্য দিকে, আনন্দমঠ উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে যুদ্ধ যখন শেষ, তখন একজন চিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে দিয়ে বলান, 'এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক।... ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।' ২০০৮ সালে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং রাজেশ কোছার একটি নিবন্ধে ('কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স, ৮২-৮, পৃ ১০২১) এই মূল্যায়ন করেন যে, আনন্দমঠ উপন্যাসে উল্লিখিত 'চিকিৎসক' হলেন সম্ভবত ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, যিনি চাইতেন যে, দেশের মানুষকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিজ্ঞানের আঙিনায় মানুষকে নিয়ে যেতে হলে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি এবং ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এই নিবন্ধে এটা সুস্পষ্ট যে, বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্রলাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর উন্নতিকল্পে ৫০০ টাকা দানও করেছিলেন। তাই মনে হয় আনন্দমঠ-এ বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ করে চিকিৎসককে নিয়ে আসেননি, হয়তো মহেন্দ্রলালের আধুনিক চিন্তা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি অনুরাগ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

আনন্দকথা

এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না — এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না। ''বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়ত থাকে — কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বোরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠিয়া যায়।''

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়া বচ্চন

১৯৪৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও অভিনেত্রী জয়া বচ্চনের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়রাম রমেশের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতী স্বরা ভাস্করের জন্মদিন।*

জীবনে ভালো অভিভাবকের দরকার

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

'অভিভাবক' বলতে এখানে শুধুমাত্র একজন পুরুষের কথা বলছি না। বলছি একজন দায়িত্বপূর্ণ মানুষের কথা। মানে সেই মানুষটি মহিলাও হতে পারেন। এই অভিভাবক প্রয়োজন একটা জীবনের জন্য। আসলে জীবনে চলার পথে বা দাঁড়াবার জন্য একজন অভিভাবকের ভীষণ প্রয়োজন। বাবা মা তো আছেনই। পাশাপাশি অন্য অনেকেই অভিভাবক হতে পারেন। প্রথমে বলি মা বাবা যা পারেন জগতে আর কেউ তা তেমনভাবে পারেন না। না, কোনোভাবেই তা পারেন না। আমার ব্যক্তি মতে মনে হয় বাবা মা'র পর আসে ভাইবোন। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি ' কথাটার কোনো পচন নেই। সেই কবে থেকে চলে আসছে এই কৃত্রিম কথাটি। কবে থেকে চলে আসছে প্রেমের বর্ণমালা এই 'ভালোবাসা'র এই একগুচ্ছ শব্দবন্ধ। মনে করি 'প্রেম' কখনো মোটেই বৈধ নয়। 'অবৈধ' প্রকাশভঙ্গির নাম ' প্রেম ' রক্তের সম্পর্ক ছাড়া তুমি কাকে তেমন ভালোবাসো একবার ভেবে দেখো তো! দেখো তো কোথাও তেমন ভালোবাসা আছে! আদেও আছে কিনা! সবটাই একটা স্বার্থের মধ্যে দিয়ে চলছে কিনা ভেবে দেখো তো! প্রপার ভালোবাসা পাওয়া আজ খুব কঠিন। আর ভালো অবিভাবক পাওয়াটা ও ঠিক ততটাই কঠিন।

তবে আজকের সংসারে বাঁচতে বাঁচাতে সঠিক অভিভাবকের খুবই প্রয়োজন। কারণ দেখা গেছে এই দেশে অভিভাবক ঠিকমত তার সন্তানকে গাইড করেন না। আসলে মনে হয় তারা গাইড করার প্রসেস সম্পর্কে ঠিকমত ওয়াকিবহাল নন। কেমন করে, কিভাবে গাইড করবে তা তাদের ঠিক জানা নেই। আর তার পরেও আছে ব্যক্তি স্বার্থ। আমি এমন অনেক মহিলা অভিভাবককে জানি যারা কিনা নিজের সন্তানকে পড়ানোর জন্য তার স্বামীর কাছ থেকে পয়সা চান। আমি সেই অভিভাবককেও চিনি যে কিনা নিজের বাচ্চার ফুড প্রোডাক্ট কিনতে দেওয়া থেকে টাকা মেরে নেন। আবার এমনও দেখা গেছে সন্তানের কিছু নতুন পোশাক কিনলে সেই সন্তানের মাকেও কিনে দিতে হয়। সন্তানের নামেও কিছু অর্থকরী ক্ষেত্র তৈরি করতে চান না। মানে প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্তানের উপর চরম হিংসা। সন্তানকে স্নান করালে, খাওয়ালে পয়সার ডিমান্ড করেন। জানি না এরপর বুকের দুধে খাওয়ালেও কিচ্ছু অর্থ ডিমান্ড করবেন কিনা! যথেষ্ঠ সন্দেহ হয়! তবে ভরসার কথা হলো এই যে এমনটা কিন্তু কিছু ক্ষেত্রেই হয়, সর্বত্র নয়। যেখানে হয়— মানতে হবে এরপরেও নাকি তার মন সন্তানের প্রতি ভালোবাসাময়! বুঝতে পারবেন? আবার এমন অভিভাবকও আছেন যিনি কিনা সন্তানের জন্য সমস্ত কিছুতেই নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করেন। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান। এক্ষেত্রে বাবারাও পিছিয়ে নেই। বাবাদের কান্না তো তেমন কেউ দেখতে পান না। কেউ তাদের বিশেষ পাত্তা ও দেন না। আর মায়েদের নানা কারণে কান্না আবার থামতে ও চায় না। আপনি সচেতন, সুতরাং আপনি বুঝে নিন — কেনো বাবাদের কান্নায় চোখের জল চোখেতেই শুকিয়ে যায়! মনে হয় সে 'পুরুষ' বলে। আরো ভালোভাবে বললে সে 'পুরুষ অভিভাবক' বলে হয়তো তাকে এমন ভাবেই চলতে হয়। কে বা কারা তাকে বাধ্য করায় জানি না। তবে এটা জানি পিতার একটি অনুশাসন আছে। আবার বহু ক্ষেত্রে মায়েরও। অন্যদিকে মায়ের কোনো বিকল্প হয় না। আর এটা বাস্তব যে মা যেমনভাবে সন্তানকে আগলে রাখেন পৃথিবীর কোনো শক্তি সেভাবে সন্তানকে আগলে রাখেন না। এটাই 'মা'র 'শব্দ' এটাই মা'র 'অর্থ'! মা'কে ছাড়া জগৎ অন্ধকার।

এখন প্রশ্ন হলো এমন মা বাবা যাদের ভাগ্যে জোটে তারা খুব লাকি। আপনি বলবেন বেশিটাই তো জোটে। মানলাম। কিন্তু যাদের জোটে না — তাদের অবস্থা কেমন হবে একবারও ভেবে দেখেছেন! তাদের অবস্থা হয় একেবারে করুণ। আপনি আমি জানি না কিভাবে একজন শিশু 'শ্রমিক' তৈরি হয়! আপনি আমি জানি না কিভাবে একজন স্কুল ছুট ছেলেমেয়ে তৈরি হয়! আপনি আমি জানি না কিভাবে একজন পথশিশু তৈরি হয়! আপনি আমি জানি না কিভাবে একজন ট্যালেন্ট থাকা ছেলেমেয়ে বিপথে চালিত হয়! আপনি আমি জানি না কিভাবে একজন ছেলেমেয়ে নেশাখোর হয়ে যায়। আপনি আমি জানি না কিভাবে একজন ছেলেয়েয়ে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আপনি আমি জানি না কিভাবে এর প্রভাবে পাতাখোর, চুরি ছিনতাই, রাহাজানি, চিটিং বা প্রতারণা মূল্যবোধহীনতা, অসাধু কাজে লিপ্ত হওয়ার মত নানা ঘটনা ঘটে যায়। হয়তো আমরা কিছুটা জানি। কিছুটা অনুমান করতে পারি। মানে আমরা আভাস পাই কিন্তু নাগাল পাই না। ভালোভাবে বললে নাগাল চাই না। যার পেছনে দায়ী হলো প্রপার শিক্ষা ও তারও আগে একজন ভালো অভিভাবক বা গুরু। যে কিনা আপনাকে প্রতি পদে সাহায্য করবে, যে কিনা আপনাকে ভালো মন্দের জ্ঞান দেবে, যে কিনা আপনাকে মূল্যবোধ শেখাবে, যে কিনা আপনাকে নিজস্বতা শেখাবে, সে কিনা আপনাকে আপনার পরিচয় গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। এটা প্রথম জীবনে করে থাকেন মা-বাবা। পরবর্তীকালে তা ক্রমে ঘুরে যায়। কখনো হয়ে যায় তার আদর্শ কোনো শিক্ষক, কখনও হয়ে যায় তার কোনো পছন্দের মানুষ। এ ভাবেই সে তার জীবনের 'আইডল'কে খুঁজে নেয়। তবে এখানে বলবার বিষয় হলো যারা খোঁজে তারা ভালো কিছু পায় আর যারা খোঁজে না তারা তেমন কিছু পায় না। তবে 'বয়স' এখানে একটা ফ্যাক্টর। কারণ একটা বয়স জীবনে এমন আসে যখন কাউকেই তেমন মান্য করা হয় না। এটা উগ্র ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশি হয়। কিন্তু কেনো সে উগ্র হলো তা আমরা বুঝতে চাই না। এর জন্য দায়ী তার গৃহের পরিবেশ। কারণ দেখা দেখা গেছে বাড়ির যদি একমাত্র ছেলে/মেয়ে হলে তাকে খুব ছোটবেলা থেকেই খুব বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আর এই ব্যাপারে বাবা থেকেও মায়েদের ভূমিকা অনেক বেশি। কারণ কোনো কিছুর অভাবেই তেমন তাদের উপর পড়তে দেন না। আর এটাই 'কাল' হয়ে যায় ভবিষ্যতে। দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এ ব্যাপারে মায়েদের প্রশ্রয় একটু বেশি মাত্রায় হয়। বাবাদের এক্ষেত্রে অনেকটা অনুশাসন দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেছে এই অনুশাসন মা ও সন্তানের তেমনই বিরক্তিকর হয়। অবশ্য এটা যে কতটা কার্যকরী তা তারা বোঝেন অনেক পরে। যখন বোঝেন হয়তোবা দেখা গেলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই সাজেশন একটাই — অভিভাবকরা ভালো মন্দ বুঝে যাবেন তত তাড়াতাড়ি আপনার সন্তান শ্রীবৃদ্ধি করবে তত তাড়াতাড়ি। সব মায়েদের এটা মনে রাখতে হবে অতি প্রশ্রয় যেনো তার জীবনের শিক্ষার অন্তরায় না হয়ে যায়। আবার বাবাদেরও এটা মনে রাখতে হবে অতি শাসন যেনো সন্তানের কোনো ক্ষতি না করে। সুতরাং ব্যালেন্স রেখে জীবনটাকে উপভোগ করাতে ছাড়তে হবে।

এ তো গেল ঘরের কথা। আপনি আমি জানি না যে বাইরের পরিবেশ কেমন হবে! তবে এটা বুঝি যে ঘরের পরিবেশ যদি ভালো হয় আর সেই ভালোয় যদি সুশিক্ষা থাকে তবে তার বাইরের পরিবেশের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা এমনিতেই অর্জন হয়ে যাবে। একটা সময় ছিল যখন বাইরের পরিবেশ নিয়ে তেমন ভাবতে হতো না। কারণ তখন অন্যের ছেলেমেয়েকে ও নিজের ছেলেমেয়ের মত ভাবা হতো। আর সেই মত ভালো শিক্ষা দেওয়া হতো। যার প্রধান কারণ ছিল জয়েন্ট ফ্যামিলি। একটা পরিবারে বাবা, কাকা, জ্যেঠু, দাদু, দিদিমার মত অনেককে নিয়ে ছিল পরিবার। তাই তাদের সন্তান নিয়ে কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। তাই আর একটু বৃহত্তর পরিবেশে অন্যের সন্তানকেও নিজের সন্তান ভাবতে কোনো অসুবিধা হতো না। আর সেই কারণে সৎ বা ভালো শিক্ষা দিতে কেউ পিছু পা হতো না। কিন্তু এখন সময় অন্য। এখন 'পরের ছেলে পরামনন্দ যত উচ্ছন্নে যায় তত আনন্দ' এই চালু পঁচা প্রবাদটা খুব দারুন কার্যকরী আকার নিয়েছে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সুতরাং কেউ কারো ভালো চাইছে না। সুতরাং এখন একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তাহলে এর থেকে বের হওয়ার উপায় কি।

উপায় তো আমাদেরই ঠিক করতে হবে। জানতে হবে আমি যা ভালো জানি তা অন্যকে দিলে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। সুতরাং আমাকে আমার মত ভালো শিক্ষা দিতে হবে। আমি যদি ভালো শিক্ষা না দিই বা শুধু নিজের কথা ভাবি তবে আমি একটা নৈতিক ও মানবিক অধিকার থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখছি। আমি ভালো মিলে থাকছি শুধু নিজেতে, আমি ভালোয় মিশতে পারছিনা অন্যতে। এটা কি আমার চরিত্র? এটা কি আমার ধর্ম? এটা কি আমার মানবিকতা? এটা কি আমার কর্তব্য? এরকম কত প্রশ্ন আমাদের মনকে একদিন কুড়ে কুড়ে খাবে। আর যখন আমরা এর উত্তর দিতে পারবো না তখন ভেবে কি হবে! আজ যদি আমার সেই ধর্মের কথা না বুঝি, একদিন না একদিন আমাদের সেটা বুঝতেই হবে। আর তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। আমরা যারা শিক্ষার্থী তারাও যেনো শেখার মনোভাবেই বিশেষ জোর দেই। যারা চালক তারা ভালোটা নেয়, খারাপটা সরিয়ে দেয়। আর যারা এটা করে তারা খুব তাড়াতাড়ি সাকসেস পায়। সব ক্ষেত্রেই এটা হয়। তাই আর দেরি না করে চলুন না এই ভালোর যুদ্ধ তে আমরা সকলে সামিল হই। আজ থেকে। সরি, এখন থেকে — একটা সত্যিকারের অভিভাবক হয়ে। কি পারবো না? পারলে আত্মহৃদয়ে অনেকটা সাপোর্ট করবেন প্লিজ।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

শুধু সংবিধান প্রণেতা নন, সংগীত অনুরাগীও ছিলেন আম্বেদকর

ডাঃ গৌতম কুমার ভদ্র

স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ, বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা। এক জীবন্ত কিংবদন্তী। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) এক অবিশ্বাস্য প্রতিভা, যার তল পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ম্যান অফ মেনি পার্টস'বা নীরদ চন্দ্র চৌধুরির মতে, স্কলার এক্সট্রা অর্ডিনারী, বাবা সাহেব ঠিক তাই। ৬৫ বছরের জীবনে এমন কোনও বিষয় বা আঙ্গিক নেই , যা তিনি স্পর্শ করেননি। যে বিষয়ে স্পর্শ করেছিলেন সেখানেই সোনা ফলেছিল। একদিকে তিনি রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, জুরি সদস্য, সমাজসেবী, আবার অন্যদিকে দলিত অন্ত্যজ ও নিম্নবর্গের অধিকার আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ, সুলেখক,প্রাবন্ধিক, বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ, নারী শিক্ষা ও জাগরণের হোতা, ভোজন রসিক, সুবক্তা, আইনজ্ঞ, বলতে গেলে আরও অনেক কিছু। এই তালিকা ফুরোবার নয়। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল, তিনি ভারতীয় সংবিধানের জনক।

বিশিষ্ট আম্বেদকর-অনুরাগী, মারাঠি লেখক এবং জীবনীকার ভগবন রাও চান্দেও খড়মোরে ১২ টি খন্ডে লিখেছিলেন, বাবা সাহেবের পুর্নাঙ্গ জীবনী। তা থেকে জানা যায়, বাবা সাহেব শৈশব থেকেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মেধাবী পড়ুয়া হওয়ার পাশাপাশি খেলাধূলায় ছিল দারুন উৎসাহ। এর মধ্যে ক্রিকেট ছিল তার অতি প্রিয় খেলা। অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বম্বের এলফিনস্টোন হাইস্কুলে পড়ার সময় স্কুল ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। আর এই সময় থেকেই সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হতে শুরু করেন। অবশ্য এই ঘটনার পিছনে ছিল বাবার অবদান।

রামজি মালোজি সকপাল ও ভীমবাঈট-এর ছোট ছেলে ছিলেন ভীমরাও। বাবা সকপাল ছিলেন কবীরপন্থী। তাদের বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই বসত ভজন কীর্তনের আসর। সেই আসরে বাবার সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন ছোট ভীমরাও। মা ভীমাবাঈ ছিলেন সুগায়িকা। ভজনে কীর্তনে সব সময় উপস্থিত থাকতেন ছোট ভীমরাও। ক্রমে তিনি গান শিখে গাইতে শুরু করলেন। চমৎকার ছিল তার কণ্ঠ। 'কবীরের দোহা' ছিল তার কণ্ঠস্থ। পরবর্তীতে তিনি 'ডফলি' বাজানো শেখেন। পিতার উৎসাহে কবীর পন্থীদের সঙ্গে 'ডফলি' বাজিয়ে সঙ্গত করতেন তিনি। তিনি বলতেন 'আমার হাতের দশটি আঙুল দু'টি কাজের জন্য প্রদত্ত। সমাজের অনগ্রসর ও দলিতবর্গের মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই এবং ডফলি বাজানো।' বাবা সাহেবের আর এক জীবনীকার, বিখ্যাত মারাঠি পন্ডিত নানক চন্দ্র রাত্তু জানিয়েছেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে বিলেত যাত্রা করেন। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ শেষে দেশে ফিরে আসা এবং সক্রিয় রাজনীতি ও সমাজসেবায় যোগদান।

১৯৩৫ সালের ২৭মে দাদরের রাজগৃহে দেহ রাখলেন স্ত্রীরমাবাঈ। ১৯৪১ সালে আম্বেদকর তার বই 'থটস অন পাকিস্তান' উৎসর্গ করলেন তার পরম আদরের স্ত্রী 'রামু'কে রমাবাঈ-এর শোকে শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দেয়।

এই সময় হাই ডায়াবেটিস, হৃদরোগ জনিত সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির জন্য প্রায়ই অসুস্থ হয়ে থাকতেন ভীমরাও। বম্বের ভিলে পার্লেতে ডাঃ, এস এম রাও এর কাছে যেতেন চিকিৎসার জন্য। সেখানেই তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় সারদা কবীরের। সারদা নিজে দলিত পরিবারের মেয়ে ছিলেন, অত্যন্ত মেধাবী ও পেশায় চিকিৎসক। বাবা সাহেবের ব্যক্তিত্বের মুগ্ধ হন সারদা। সারদার মধ্যে রমাবাঈয়ের প্রচ্ছন্ন ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন আম্বেদকর। এরপর ধীরে ধীরে তারা ঘনিষ্ঠ হন। ১৯৪৮ সালের ১৫ এপ্রিল বিবাহ করেন। বিয়ের পর মারাঠি রীতি মেনে সারদার নতুন নাম দেন সবিতা।

১৯৫০ সাল। ভীমরাও তখন দিল্লিতে। রাজ্যসভার সদস্য। পৃথ্বীরাজ রোডের বাংলো ছেড়ে উঠে এসেছে ২৬ আলিপুর রোডে। হয়ত এতদিনে দীর্ঘদিনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। জোগাড় হয়েছে বেহালা। চিরদিনই আম্বেদকরের বেহালা শেখার খুব ইচ্ছা ছিল। তা শিখবার জন্য চলেছে ভালো 'গুরু'র খোঁজ। উপায় বাতলে দিলেন স্ত্রী সবিতা-ই। বোম্বের বিখ্যাত 'শাটে ব্রাদার্স'রা যদি শেখান, তাহলে আর কোন কথা নেই। স্ত্রীর পরামর্শ মনে ধরল আম্বেদকরের। খোঁজ মিলল 'শাঠে'দের। ডেকে পাঠালেন আম্বেদকর। জানালেন তার মনের ইচ্ছা। প্রস্তাব শুনে রাজি হয়ে যান 'শাঠে' ভাইয়েরা। অবশেষে শুরু হয়ে যায় দীর্ঘদিনের ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণ।

চল্লিশের দশকে বম্বেতে যন্ত্রসঙ্গীতে বিখ্যাত নাম ছিল 'শাঠে ব্রাদার্স'-এর। নানা শাঠে ও বালশাঠে, দুই ভাই তখন বেহালা বাদনে সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তখন চারদিকে তাদের নাম ডাক। সিনেমায় বাজানো ছাড়াও বেহালায় শাস্ত্রীয় সংগীতের 'ট্রিটমেন্ট'-এ তাদের জুড়ি মেলা ভার।শাঠেরা বাবা সাহেবকে তালিম দেওয়া আরম্ভ করেন। প্রায় তিন বছর বেহালার তালিম নেন ভীমরাও।

বালশাঠে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী, মনোযোগী ও বাধ্য ছিলেন বাবাসাহেব। বেহালা শেখার জন্য খুব পরিশ্রম করতেন। পরিশ্রমের মূল্য অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন। আম্বেদকর তার পাহাড় প্রমাণ কাজের মধ্যে সুযোগ পেলেই বসে যেতেন বেহালা নিয়ে। সবিতা আম্বেদকর জানিয়েছেন, বেহালার ছড় হাতে তুলে নিলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশিক্ষণ বাজাতে পারতেন না।

১৯৫৬ সালের ৪ ডিসেম্বর। দিল্লির আলিপুর রোডের বাড়ি। আগের দিনই শেষ করেছেন 'দ্য বুদ্ধা অ্যান্ড হিম ধর্মা'র ফাইনাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট। চোখের দৃষ্টি ক্ষীন, রক্তে শর্করার হার মারাত্মক, রয়েছে বিকল হয়ে আসা হৃদযন্ত্রের সমস্যা। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী তিনি। সবাই বুঝতেই পেরেছিলেন শেষ সময় আগত। ৫ ডিসেম্বর রাতে সামান্য খেয়ে স্ত্রী সবিতাকে ইশারা করে কিছু বললেন।

স্বামী কী চাইছেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন সবিতা। প্রাণাধিক প্রিয় বেহালাটিকে বাবাসাহেবের পাশে রেখে দেন তিনি। বেহালাটি আলতো করে ছুঁয়ে ঘুমিয়ে পড়েন বাবা সাহেব। সেই ঘুম আর ভাঙ্গেনি। সকলের মায়া কাটিয়ে আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন বহু প্রতিভার এই মানুষটি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিপিএমের সঙ্গে জোটেও প্রচার একক, হতাশায় কংগ্রেস নেতারা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় একতরফা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে। সিপিএম-কংগ্রেস খাতায় কলমে জোট, একতরফাই প্রচারে কংগ্রেস কর্মী নেতাদের হতাশা কাটছে না বলে দাবি।

কংগ্রেস নেতাদের দাবি, জোট হলেও সিপিএমের মিছিল, মিটিংয়ে দেখা মিলছে না ত্রিরঙা পতাকা থেকে কংগ্রেস নেতা কর্মীদের। জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি,গোটা জেলা থেকেই কংগ্রেস কর্মীরা এব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। তাই তিনি সিপিএম জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনাতেও বসেছেন। সিপিএমের জেলা নেতৃত্ব তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন প্রচারে অবশ্যই কংগ্রেস কর্মী, নেতাদের ডাকা হবে। সোমবার প্রবীরবাবু জানিয়েছেন, তিনি প্রতিটি বিধানসভাভিত্তিক ২ জন করে কংগ্রেস নেতৃত্বের নাম ও ফোন নং দিয়ে এসেছেন সিপিএম নেতাদের কাছে। আর সিপিএম নেতৃত্বকে তিনি সাফ জানিয়েছেন, কংগ্রেস নেতা কর্মীদের যোগ্য সম্মান দিতে হবে জোটের স্বার্থেই।

অন্যদিকে, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেস কর্মীরা দাবি করেন, সিপিএমের কোনও মিছিল মিটিংয়েই তাঁদের ডাকা হচ্ছে না। এমনকি দেওয়াল লিখনেও কংগ্রেস জোটের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও এব্যাপারে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন দাবি করেন, প্রথম দিকে এরকম কিছু ঘটে থাকলেও এখন প্রতিটি প্রচার মিছিলেই কংগ্রেস কর্মীদের ডাকা হচ্ছে। তাঁরা থাকছেনও। প্রতিদিনই প্রার্থীদের প্রচারের কর্মসূচি কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েও দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, তাঁরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে বারবার বিশেষ করে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। ফলে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একটা হতাশা আছেই। তবে সেটা কাটানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা জোটের স্বার্থে। তিনি জানিয়েছেন, তিনি আলোচনা করে আসার পর যে সমস্ত জায়গায় দেওয়াল লিখনে কংগ্রেসের নাম নেই, সেগুলিতে কংগ্রেসের নাম লেখা হচ্ছে বলে তাঁরা খবর পাচ্ছেন।

অন্যদিকে, অভিযোগ, সিপিএমের জেলা সম্পাদকের এই বক্তব্যের মাঝেই রবিবার বর্ধমান কাঞ্চননগর এলাকায় বর্ধমান দুর্গাপুর আসনের সিপিএম তথা জোটের প্রার্থী সুকৃতি ঘোষালকে নিয়ে প্রচার মিছিল করা হলেও, সেই মিছিলে দেখা মেলেনি কংগ্রেসের কোনও পতাকা।

শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণে এবার গণদাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

রূপম চট্টোপাধ্যায়

গত ৩২ দিন থেকে চলছে গণঅবস্থান। সরকারি খাস জমি প্রোমোটারকে না দিয়ে ওই জমিতে শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণের দাবিতে চলছে লাগাতার অবস্থান। অবস্থানকারীরা কলকাতা, হাওড়া, হুগলির বিভিন্ন জায়গায় করছেন প্রতীকী অবস্থান। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়ে চলছে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ। হাওড়া জেলার গঙ্গাধরপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল ও হুগলি জেলার শ্রীরামপুর, হরিপাল ও চুঁচুড়া শ্রমজীবী হাসপাতালেও চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান।

বালি, বেলুড় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মানুষকে শ্রমজীবী হাসপাতাল বহুদিন যাবৎ ন্যায্য মূল্যে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছে। হাসপাতাল সম্প্রসারণের জন্য বন্ধ ইন্দোজাপান কারখানার খাস জমি শ্রমজীবী হাসপাতালকে দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ভূমি দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চলছে। দাবি, ওই খাস জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হোক যাতে শ্রমজীবী হাসপাতাল ৩০০ বেডের একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারে। এটা হলে গঙ্গার পশ্চিমপারের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উপকৃত হবেন।

এই দাবিতে ইতিমধ্যে নাম ও ফোন নম্বর সহ স্বাক্ষর করেছেন প্রায় হাজার দুয়েক সাধারণ মানুষ। সেই সব স্বাক্ষরিত দাবি ইমেলে পৌঁছে যাচ্ছে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। স্বাক্ষরকারী ব্যান্ডেল রাজহাটের জনৈক গৃহবধূ জাহানারা বিবি এসেছিলেন শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখাতে। ওখানে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী ও সেবিকারা স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন, স্বাক্ষর করে জাহানারা বলেন, 'আমরা সবাই চাই বেলুড়ে হাসপাতালটা বড় হোক, তা হলে শ্রীরামপুরের মতো এখানেও বহু মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।' হরিপাল নিবাসী স্বরূপ সেনও স্বাক্ষর করে বলেন, 'সরকারের উচিত জমি দ্রুত শ্রমজীবী হাসপাতালের হাতে তুলে দেওয়া, তাতে সাধারণ মানুষই উপকৃত হবেন।' শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী কমলা মণ্ডলের এক আত্মীয় বিভাস গুপ্তও বলেন, 'আইন অনুযায়ী খাস জমি জনকল্যাণমুখী কাজেই ব্যবহৃত হওয়ার কথা।'

জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা অনুপস্থিত অভিযোগে স্কুলে প্রতিবাদ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে গত শনিবার পরীক্ষা না দিয়ে শিক্ষিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় পড়ুয়ারা। সোমবার বুদবুদের চাকতেঁতুল রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কণিকা মণ্ডল গত বছর বিদ্যালয়ে প্রায় ৮ মাস ধরে অনুপস্থিত ছিলেন। যার কারণে বিজ্ঞান বিভাগের নবম শ্রেণির ছাত্রদের পরীক্ষার পর ওই শিক্ষিকা গড়ে সকল ছাত্রছাত্রীদের নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দেন। এই বছরও প্রায় ৩ মাস ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন। যার কারণে জীবন বিজ্ঞানের কোনও ক্লাস না হওয়ায় পড়াশোনার মান দিনের পর দিন খারাপ হতে শুরু করে। এরই প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের বিক্ষোভের জেরে বিদ্যালয়ে কোনও শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারায় এক শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত বিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে তার শুশ্রূষা করা হয়। এই ঘটনার জেরে বিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও এদিন বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষিক শিক্ষিকরা পড়ুয়াদের অভিযোগ স্বীকার করলেও, ওই শিক্ষাকা ও বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ বিদ্যালয়ে না থাকার কারণে তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফের আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ভোটের মুখে খনি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে দুষ্কৃতী সমেত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। রবিবার রাত দশটা নাগাদ অণ্ডাল পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে অণ্ডাল ট্র্যাফিক কলোনি এলাকায় এক ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছেন। খবর পেয়ে এই অণ্ডাল থানার পুলিশ ট্র্যাফিক কলোনির কুয়া গলির কাছ থেকে গ্রেপ্তার করে রাকেশ কুমার শর্মা (৩৯) নামে এক ব্যক্তিকে। ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল ও দু' রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং একটি মোটর বাইক। পুলিশ সূত্রে খবর, দশটা পঞ্চান্ন নাগাদ ব্যক্তিকে আটক করে গ্রেপ্তার করে অণ্ডাল থানার পুলিশ। সোমবার সকালে ধৃত ব্যক্তিকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে কেন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন এবং নিয়ে এসে কী মতলবে দাঁড়িয়েছিলেন সমস্ত কিছুর তদন্ত শুরু করছে অণ্ডাল থানার পুলিশ। তদন্তে গতি আনার জন্য ধৃত ব্যক্তিকে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানায় মহামান্য আদালতের কাছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য, আর মাত্র কিছুদিন পরে লোকসভা ভোট। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে বর্তমান রাজ্য রাজনীতি সরগরম। ভোটে কোনও রকম অশান্তির রুখতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের পুলিশ তৎপর বলে দাবি। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

গত শুক্রবার শ্রীভূমির মণিক্য মঞ্চে আমরা মনভাসি ও সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতির যৌথ প্রয়াসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। নাচ, গান, কবিতা শ্রুতি নাটক নিয়ে হল ভর্তি মানুষের উন্মাদনা ছিল দেখার মত।

আত্মঘাতী ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ার কারণে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী স্বামী বর্ধমানের গলসিতে। ৬ এপ্রিল শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্যাসন্তান হওয়ার কারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। দেহ ময়নাতদন্ত হল সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত স্বামীর নাম সুমন্ত বাগদি। বাড়ি গলসি থানার অন্তর্গত বনসুজাপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রথমে তাঁর স্ত্রীর একটি কন্যাসন্তান হয়েছিল, তাঁর দ্বিতীয়বার আবার কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ার কারণে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন স্বামী। দেহ সোমবার ময়নাতদন্ত হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

ইদের আগে ভিক্ষুকদের নতুন বস্ত্রদান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ইদের প্রাক্কালে দু'শো ভিক্ষুককে নতুন বস্ত্র দিল মঙ্গলকোট থানার পুলিশ।

ইদের দিন অন্যরা যখন উৎসবে নতুন পোশাক পরে ঘুরে বেড়ান, আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন, তখন কঠিন বাস্তবকে মেনে নীরবেই রয়ে যান পথের ভিক্ষুকরা। তাঁদের কথা ভেবে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মঙ্গলকোট থানা চত্বরে দুশোর বেশি সংখ্যালঘু পথভিক্ষুকদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন মঙ্গলকোট ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিভিক - ভিলেজ পুলিশদের তদারকিতে তাঁদেরকে বাড়ি থেকে টোটোয় চাপিয়ে আনা হয় থানায়। মহিলাদের শাড়ি, পুরুষদের লুঙ্গি সহ অন্যান্য বস্ত্রসামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ।

আইসি বলেন, 'পুলিশের সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোটা অন্যতম বলে আমি মনে করি।' পুলিশের এহেন মানবিকতায় আপ্লুত পথভিক্ষুকরা। আনিকা বিবি, ইদু শেখ প্রমুখ জানিয়েছেন, 'পবিত্র রমজান শেষে ইদের নতুন পোশাক পেয়ে আমরা খুশি। নতুন বড়বাবু আমাদের কথা ভেবেছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ।' এদিন বিকেলে মঙ্গলকোট গ্রামের কারিগর পাড়ায় মাজার শরিফে বিশাল ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়। ছ'শোর বেশি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই ইফতারে যোগ দেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ। তিনি তাঁর বার্তায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন অটুট রাখতে সংহতির আবেদন জানান প্রত্যেক এলাকাবাসীর কাছে। ইফতারে আসা মোল্লা ওয়াসিম আক্রাম, সম্রাট মুন্সি, আবুল কায়ুমরা বলেন, 'আমরা ভেদাভেদকারী সমাজ চাই না, আমরা চাই 'মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম' হয়ে বরাবর থাকতে।'

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : ৩এ আপার উড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট - IV
(দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লি এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ১৩.১২.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ভিসা ইন্টারন্যাশনাল (অংশীদারগণ শ্রী বিনীত চৌধুরী এবং শ্রী অনিল কুমার চৌধুরী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) শ্রী বিনীত চৌধুরী (জামিনদাতা), শ্রী অনিল চৌধুরী (জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি সরোজ চৌধুরী (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৪,৩০,৬৮৯.৩৫ টাকা (চুয়ান্ন লাখ তিরিশ হাজার ছশো উননব্বই টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা** ৩০ নভেম্বর ২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ ১৩.১২.২০২৩ তারিখের উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ঋণ সুবাধিদি সহ জরিমানা সুদ ১৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক হারে (সরল সুদ) ০১ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে মূল্য, চার্জ, এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লি. নিকট বকেয়া **৫৪,৩০,৬৮৯.৩৫ টাকা (চুয়ান্ন লাখ তিরিশ হাজার ছশো উননব্বই টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা** ৩০ নভেম্বর ২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ ১৩.১২.২০২৩ তারিখের উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ঋণ সুবাধিদি সহ জরিমানা সুদ ১৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক হারে (সরল সুদ) ০১ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে মূল্য, চার্জ, এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ইটের পাকা স্বয়ংসম্পূর্ণ ''অফিস'' নং ১১৪ (নতুন) পূর্বতন ৩৩, ২য়তলে, এরিয়া১৭৪ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, উক্ত প্রেমিসেস নং ২বি, গ্রান্ট লেন, থানা এবং পো : বউবাজার, কলকাতা : ৭০০০১২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৬।
*** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিস্তারিত দলিল নং ৬১১৬-২০০৮ সালের শ্রীমতি সরোজ চৌধুরীর নামে।

সম্পত্তি ২ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইটের তৈরি পাকা স্বয়ংসম্পূর্ণ ''দোকান'' নং ১৪ একতলায় এরিয়া ১১০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত প্রেমিসেস নং ২বি, গ্রান্ট লেন, থানা এবং পো : বউবাজার, কলকাতা : ৭০০০১২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৬।
*** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির আরও বিস্তারিত বর্ণিত দলিল নং ৫৯৩৪-২০১২ সালের শ্রীমতি সরোজ চৌধুরীর নামে।

তারিখ : ০৫.০৪.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লি.

পিংলায় নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পিংলায় নিহত বিজেপি কর্মী শান্তনু ঘোড়াইয়ের বাড়িতে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গত ২৩ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা

বিধানসভার খড়গপুর গ্রামীণ থানার বারবাসী এলাকা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় শান্তনুকে খুন করে গ্রামের পাশে ধান জমিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের তিল উঠেছিল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিজেপির ঘাটালের প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিলেন। আজ সেই নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারেরসঙ্গে দেখা করতে রাজ্যপাল পিংলায় আসেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ০৪_২০২৪-২৫, তারিখ ০৫.০৪. ২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **সিনিয়র ডিইএন/২/ হাওড়ার** অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** ডানকুনি–সিনিয়র ডিইএন/২/ হাওড়ার অধীনে ডানকুনি গুড্স শেডে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৪৫,৩৫,৬৪৫.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-10/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DUKE COMMERCE LIMITED
CIN : L51909WB1982PC035425
Registered Office : Hongkong House, 1St Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001
Phone : (033) 22488891/92, **E-mail :** duke.commerce@yahoo.com
Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024
(Rs In Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended			Year Ended	
		31/03/2024 (Refer Note 4)	31/12/2023	31/03/2023	31.03.2024	31.03.2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	
1	**Income from operations**					
	(a) Revenue from Operations					
	Interest Income	263.04	1.37	0.02	264.71	0.05
	Dividend Income	0.00	51.68	24.76	79.03	68.94
	Net gain on fair value changes	10.01	0.84	1.32	12.93	1.32
	Total Revenue from Operation	**273.05**	**53.90**	**26.10**	**356.68**	**70.31**
	(b) Other Income (Provison written back)	400.00	-	0.80	400.00	1.28
	Total Income from operations (a+b)	**673.05**	**53.90**	**26.90**	**756.68**	**71.59**
2	**Expenses**					
	a) Finance Costs	-	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments	(0.01)	0.27	0.01	0.26	0.01
	c) Employees benefit expenses	3.04	0.90	1.34	7.11	4.62
	d) Depreciation and amortisation expense	0.28	0.46	0.02	1.27	0.02
	e) Other expenditure	1.13	0.79	0.77	4.53	4.95
	Total expenses	**4.44**	**2.42**	**2.14**	**13.17**	**9.60**
3	**Profit/(Loss) before tax (1-2)**	**668.61**	**51.47**	**24.76**	**743.50**	**61.99**
4	**Tax Expenses**	**47.50**	**(0.25)**	**16.27**	**47.25**	**16.27**
5	**Profit/(Loss) for the period (3-4)**	**621.11**	**51.72**	**8.49**	**696.25**	**45.72**
6	**Other Comprehensive Income**					
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	(2,352.85)	6,851.61	(3,898.65)	12,926.46	(3,189.42)
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	(2,352.85)	6,851.61	(3,898.65)	12,926.46	(3,189.42)
7	**Total Comprehensive Income/ (loss) for the period**	**(1,731.74)**	**6,903.34**	**(3,890.16)**	**13,622.71**	**(3,143.70)**
8	**Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	**Other Equity**	**-**	**-**	**-**	**27,379.08**	**13,756.39**
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 10/- each**					
	(a) Basic	64.93	5.41	0.89	72.78	4.78
	(b) Diluted	64.93	5.41	0.89	72.78	4.78
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)	(Annualised)

NOTES:
1. The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 8th of April, 2024.
2. The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
3. The fianancial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
4 The figures of the quarter ended 31st March, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full year and unaudited published figures upto third quarter of the relevant financial year.
5 The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter and year ended as on 31st March 2024.

Statement of Assets And Liabilities as on 31st March, 2024 (Rs In Lakhs)

	Particulars	As at 31-03-2024 (Audited)	As at 31-03-2023 (Audited)
	ASSETS		
(1)	**Financial Assets**		
	(a) Cash and Cash Equivalents	14.81	87.82
	(b) Loans	110.00	5.55
	(c) Investments	29,266.24	14,972.55
	(d) Other Financial Assets	0.49	0.07
		29,391.53	**15,065.99**
(2)	**Non-Financial Assets**		
	(a) Current Tax Assets (Net)	3.82	9.57
	(b) Property, Plant & equipment	1.59	0.44
	TOTAL ASSETS	**29,396.95**	**15,076.00**
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	**Financial Liabilities**		
	(a) Other Financial Liabilities	0.36	0.25
		0.36	**0.25**
(2)	**Non-Financial Liabilities**		
	(a) Provisions	0.28	0.01
	(b) Deferred Tax Liabilities (Net)	1,921.56	1,223.69
		1,921.83	**1,223.71**
(3)	**Equity**		
	(a) Equity Share Capital	95.66	95.66
	(b) Other Equity	27,379.10	13,756.38
		27,474.76	13,852.04
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**29,396.95**	**15,076.00**

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2024 (Rs In Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
Profit/(Loss) before tax :	**743.50**	**61.99**
Adjustments :		
Dividend Income	(79.03)	(68.94)
Interest on Fixed Deposit	-	(0.48)
Net gain on fair value changes -realised	(12.93)	(1.32)
Impairment on Financial Instruments	0.26	0.01
Depreciation and Amortisation	1.27	0.03
Balance written off	0.00	-
Operating Profit before Working Capital changes	**653.07**	**(8.71)**
Adjustments for (increae)/decrease in Operating Assets :		
Loans	(104.45)	(5.55)
Other Financial Assets	(0.41)	(0.08)
Adjustments for increase/(decrease) in Operating Liabilities		
Other Financial Liabilities	0.10	(0.09)
Cash generated from operations	**548.31**	(14.43)
Income taxes paid (net of refunds)	(41.50)	(13.19)
Net Cash Inflow/(Outflow) from Operating Activities	**506.81**	**(27.62)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
Purchase of Investments	(870.00)	-
Purchase of Fixed Assets	(2.43)	(0.46)
Sale of Investments	210.44	-
Interest on Fixed Deposits	-	0.48
Dividend Income	79.03	68.94
Net gain on fair value changes -realised	3.13	1.32
Net Cash Inflow/(Outflow) from Investing Activities	**(579.82)**	**70.28**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Net Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES	**(73.01)**	**42.66**
Add: Cash and cash equivalents at beginning of the year	87.82	45.16
Cash and cash equivalents at end of the year	14.81	87.82

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
BIHARI LAL KANOONGO
DIRECTOR
Place: Kolkata
Date: 8th April, 2024
DIN: 00486606

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর নিমিত্ত নোটিশ
ফর্ম আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

ইনভেল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51909WB1994PTC061975) রেজিস্টার্ড অফিস ৪৬, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট ১ম তল, বড় বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭ সম্পর্কিত
............দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **সোমবার ১০ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব আর্টিকেলের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজ্যে''** রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, এনসিএলটি দিল্লি এবং হরিয়ানা অধিক্ষেত্র'' অধীন স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, **নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০** ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্ট্রার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

ইনভেল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট ১ম তল,
বড় বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে
ইনভেল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড
ধুরিন্দর কুমার জৈন
তারিখ : ৮ এপ্রিল ২০২৪ — **ডিরেক্টর**
স্থান : কলকাতা — **ডিন- ০০১৩১৪৯০**

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (CIN) : U70101WB1989PLC047402
রেজি. অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক
কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in
ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

সংশোধিত (''**আইন**'') হিসাবে ধারা ১০৮ এবং ১১০, এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর সাথে একত্রে পঠিত (''**পরিচালনার নিয়ম**''), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''**এমসিএ সার্কুলার**'') দ্বারা জারি করা, ভারতের কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (''এসএস-২'') এবং অন্য কোন প্রযোজ্য আইন, বিধি, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি এবং প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাতত বলবৎ), নীচে উল্লিখিত রেজোলিউশন বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট দ্বারা জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর সদস্যদের দ্বারা পাস করার জন্য।

ক্র নং	বিশেষ বিষয় :	
১	স্পেশাল রেজোলিউশন	শ্রী দ্বারিকা প্রসাদ তাঁতিয়া (ডিন : ০০০০১৩৪১) চেয়ারম্যান এবং পুরা সময়ের ডিরেক্টর হিসেবে বিশেষ ধারাবাহিকভাবে সত্তর বছর বয়সেও কাজ করছেন

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ **সোমবার ৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে** কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিকট নিবন্ধন করেছে **মঙ্গলবার, ২ এপ্রিল, ২০২৪ ('কাট-অফ তারিখ')** বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.ilshospitals.com** এও পাওয়া যাবে; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যথাক্রমে **www.bseindia.com** এবং **www. nseindia.com** এবং লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটে ('লিঙ্ক ইনটাইম) **https//instavote.linkintime.co.in**

সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২ এপ্রিল, ২০২৪-এ তাদের হাতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে গণনা করা হবে। শুধুমাত্র সেই সদস্যরা যারা ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ-তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তারা ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

কোম্পানি লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (লিঙ্ক ইনটাইম) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে যাতে তার সকল সদস্যকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করে, সংশোধিত নিয়মের ২০-এর সাথে পড়া আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে, এবং তালিকা প্রবিধানের রেগুলেশন ৪৪ এবং পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী।

ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৪ (সকাল ৯টায় আইএসটি) শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ৯ মে, ২০২৪ (বিকাল ৫টা আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ, মঙ্গলবার, ০২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। ই-ভোটিং মডিউলটি ০৯ মে, ২০২৪ (বিকেল ৫টা আইএসটি) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য লিঙ্ক ইনটাইম দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট একবার একজন সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ফিজিক্যাল কপি এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসার খাম এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের পাঠানো হবে না, এমসিএ সার্কুলার দ্বারা প্রদত্ত ছাড় অনুসারে। সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে হবে।

যেসকল সদস্যরা এখন পর্যন্ত তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যে সদস্যরা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**-এ বা **ghl.cosec@ gptgroup. co.in**-এ কোম্পানির কাছে একটি ই-মেইল পাঠিয়ে লিংক ইনটাইম ঠিকানায়।

পরিচালনা পর্ষদ শ্রী অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, (সদস্য নং এফ২৬৯৯, সিপি নং. ২৯৪৮) কে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে। তিনি নিয়োগের জন্য তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্যে উপলব্ধ থাকবেন।

শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে সাহায্য বিভাগের অধীনে **https//instavote.linkintime.co.in**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ('এফএকিউএস') এবং ইনসটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পড়ুন বা **ghl.cosec@ gptgroup.co.in**-এ কোম্পানি সচিবকে ইমেল করুন অথবা **enotices@ linkintime.co.in**-এ লিঙ্ক ইনটাইমকে ই-মেইল করুন বা টেলিফোন করুন ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে।

ইলেকট্রনিকভাবে প্রদত্ত ভোটের যাচাই-বাছাই শেষ করার পর স্ক্রুটিনাইজার কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনও ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ১৩ মে, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং ই-ভোটিংয়ের ফলাফলগুলি যদি ইঙ্গিত দেয় যে সদস্যদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সম্মত হয়েছেন।

ই-ভোটিংয়ের বৈধতার বিষয়ে স্ক্রুটিনাইজারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ভোটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ **www.ilshospitals.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জে জানানো হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ এনএসই এবং বিএসই স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ভোটের ফলাফলও লিঙ্ক ইনটাইম অর্থাৎ **https://instavote.linkintime.co.in**-এর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে সদস্যরা শ্রী রাজীব রঞ্জন, সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট - ই-ভোটিং, লিঙ্ক ইনটাইম-এর সাথে enotices@linkintime.co.in-এ ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন, টেলিফোন ০২২-৪৯১৮ ৬০০০ বা **ghl.cosec@gptgroup.co.in**-এ কোম্পানি, টেলিফোন **+৯১** ৮৪৫৫৬ ৯৯৯৯৯ নম্বরে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
স্থান : কলকাতা — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ : ৯ এপ্রিল, ২০২৪ — **এসিএস ৩১৮৩৩**

বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘর দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘর দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় আচমকা দলবল নিয়ে শান্তনু ঠাকুর হাজির হয় বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘরের সামনে। এসেই দেখেন ঘর তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে তখনই হাতুড়ি দিয়ে নিজের হাতে ভাঙতে শুরু করেন এমনই ভিডিও ভাইরাল। এই ঘটনায় ঠাকুরবাড়ির অন্যতম সদস্যা বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর দাবি করেন,বড় মা বীণাপানি দেবীর মন্দির জোর পূর্বক শান্তনু ঠাকুরের নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে দখল করে এবং বেশ কয়েকজন ভক্তদের মারধরও করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে শান্তনু ঠাকুর বড় মা বীণাপানি দেবীর মন্দিরের তালা ভাঙছেন। আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বালা ঠাকুর। অন্যদিকে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শান্তনু ঠাকুরের বলেন, এটা হওয়ার ছিল। বড় মা বীণাপানি দেবীর ঘরে আমাকে ও আমার পরিবারকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। শান্তনু ঠাকুরের আরও দাবি, দীর্ঘ সাত থেকে আট বছর ধরে আমাদেরকে বড়মা বীণাপানি দেবীর যেই ঘর বা যে মন্দির সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমরাও এই পরিবারের সদস্য আমাদের অধিকার রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে এই ধরনের আচরণে একজন সাংসদের সঙ্গে করেছেন কেন? পাশাপাশি আমরা যখন এই ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম তখন পুলিশ হুমকি দিচ্ছে আমার স্ত্রী আমার মাকে। এমনকী আমাদের হেনস্তা করা হয়েছে। আমরাও আগামীতে আন্দোলনে নামব। পরিস্থিতির সামাল দিতে নির্বাচনে জন্য আসা কেন্দ্রীয় বাহিনী (বিএসএফ) জওয়ানরা তারা আসেন। সোমবার নতুন করে ঠাকুরবাড়িতে নতুন করে দু'পক্ষের অনুগামীদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। শান্তনু ঠাকুরের অনুগামী একদিকে শান্তনু ঠাকুর সহ অন্যদিকে মমতা ঠাকুর ব্যাপকভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে বীণাপানি দেবীর বাড়ির সামনে। ঘটনাস্থলে রয়েছে গাইঘাটা থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। দু'দিকেই চলছে স্লোগান। একদিকে মমতা বালা ঠাকুরের নামে অন্যদিকে শান্তনু ঠাকুরের নামে। একদিকে মমতা ঠাকুর সমর্থকরা অন্যদিকে শান্তনু ঠাকুর সমর্থকেরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ঠাকুরবাড়ির সামনে। মমতা বালা ঠাকুরের সমর্থনে তৃণমূল পন্থী মতুয়া সমর্থকেরা ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্ল্যাকার্ড হাতে একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন ঠাকুরনগর এলাকা জুড়ে। বারুনী মেলায় আসা মেলার দোকানদাররা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বড়মা'র বাড়ির সামনে।

মাটি পাচারের অভিযোগ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে, শোরগোল আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাতের অন্ধকারে মাটি পাচারের অভিযোগ উঠল আরামবাগ ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় একটি জেসিপি ও ৬ টি ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের বুলন্ডী এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ এবং পাঁচটি ট্রাক্টর ও একটি জেসিপি আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আরামবাগ বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা বর্তমান হুগলি জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরার ছেলে পিনাকী সাঁতরার নাম মাটি পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায়,রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। যদিও তার নামে আরামবাগ থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। মাটি পাচারের জন্য ট্রাক্টর ও জেসিপি আটক করা হয়। এই বিষয়ে আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ছেলে পিনাকী সাঁতরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, গ্রামের কয়েকজনের কাছ থেকে লিজে মাছ চাষ করার জন্য নিই। বন্যা কবলিত বলে পুকুরের পাড় বাঁধার কথা ছিল। তারাপীঠে পুজো দিতে এসেছি। এই সুযোগে গ্রামের কয়েকজন ওই পুকুরে জেসিপি ও ট্রাক্টর নামিয়ে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মাটি বিক্রির সঙ্গে আমি জড়িত নই। জানা গেছে, বুলন্ডী পশ্চিমপাড়া এলাকায় একটি পুকুর থেকে অবৈধভাবে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরার ছেলে পিনাকী সাঁতরার মদতে নাকি মাটি পাচার হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। ৬টি ট্রাক্টর ও একটি জেসিপি আটকে আরামবাগ থানার পুলিশকে খবর দেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থল থেকে মাটি বোঝাই ট্রাক্টর ফেলে রেখেই চম্পট দেয় চালকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কার পারমিশন নিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। কেনই বা রাতের অন্ধকারে মাটি কাটা হচ্ছে। বিধায়কের ছেলের মদতেই নাকি এই মাটি পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এই বিষয়ে ওই গ্রামের মানুষ শেখ জিগরিয়া হোসেন বলেন, পিনাকী সাঁতরা নাকি ট্রাক্টরের চালকদের মাটি বিক্রির জন্য বলেছে। বাবার নাম ভাঙিয়ে এই সব করছে। পুলিশ গিয়ে ব্যবস্থা নেয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব। খবর নিয়ে দেখতে হবে বলে জানায় ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা। এই ঘটনা নিয়ে শাসক দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি ও সিপিএম। বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়কের পুরো পরিবার বালি, মাটি ও চাকরি দেওয়া থেকে শুরু করে নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। আরামবাগ এরিয়া কমিটির সিপিএম নেতা শেখ জাহাঙ্গীর বলেন, তৃণমূল দল চুরিকে সামাজিকরণ করে দিয়েছে। শুধু গাড়ি ধরলে হবে না। ওই তৃণমূল নেতার ছেলেকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

বিধানসভা নির্বাচনের মতো ভালো ফল করতে হবে, দলীয় কর্মীদের নির্দেশ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের মতো যদি এলাকার জনপ্রতিনিধিরা পরিশ্রম করেন, তাহলেই সহজভাবে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হবে তৃণমূল। সম্প্রতি মালদায় এসে এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এই নির্দেশের পরই শুরু হয়েছে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে গ্রামাঞ্চল থেকে পুরসভা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি সমর্থনে গ্রামাঞ্চল থেকে পুরসভা এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি ছুটেছেন নির্বাচনী প্রচার নিয়ে। ঠিক একইভাবে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে পুরসভা থেকে পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরাও ছুটছেন নির্বাচনী প্রচারে। দলের রাজ্য নেতৃত্বের সাফ নির্দেশ, গত পুরসভা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদায় খুব ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। এমনকী, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল মালদার একাধিক আসনে জয়লাভ করে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহের শুক্রবার মালদা এসে একটি বেসরকারি হোটেলে ১২১ জন জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গোপন নির্বাচনী বৈঠক করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যার মধ্যে ১৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের দখলে। ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ১৩ টি পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে তৃণমূলের দখলে। পাশাপাশি মালদা জেলা পরিষদের ৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩৮ টি আসনে রয়েছে তৃণমূলের দখলে। ফলে এই ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রয়েছে তৃণমূল। পাশাপাশি ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৬ টি ওয়ার্ড রয়েছে তৃণমূলের। বাকি তিনটি ওয়ার্ড রয়েছে বিজেপির দখলে। এই পুরসভায় কংগ্রেস এবং সিপিএম রীতিমতো ধুয়ে মুছে সাফ। পুরাতন মালদা পুরসভার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সংশ্লিষ্ট পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭টি ওয়ার্ড রয়েছে তৃণমূলের দখলে। এছাড়াও মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি বিধানসভা রয়েছে তৃণমূলের। বাকি তিনটি বিধানসভা বিজেপির দখলে রয়েছে। মালদায় তৃণমূলের সার্বিক স্তরে পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। তাহলে এবারের লোকসভা নির্বাচনে কেন সাফল্য আসবে না। দলের আভ্যন্তরীণ নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে এমনই প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। আর দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের এই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। বিভিন্ন গ্রামীণ স্তর থেকে পুরসভা ভিত্তিক চলছে নির্বাচনী প্রচার। তবে কোথাও কোথাও তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে উদাসীনতা দেখানোর অভিযোগ উঠেছে একাংশ জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশমতোই কাজ করছি। দলের একজন সৈনিক হিসেবে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিরা তাদের এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। বিরোধীদের এবার কোনও ইস্যু নেই। নির্বাচনী প্রচারে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের প্রসঙ্গ মূলত তুলে ধরা হচ্ছে।

লোকসভা ভোটে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি ইস্যুতে অনেকটাই ব্যাকফুটে আরামবাগের মিতালি

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: একদা বামেদের শক্তঘাঁটি আরামবাগ লোকসভায় থাবা বসিয়ে ছিল তৃণমূল। তারপর ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে আরামবাগ লোকসভার চারটি বিধানসভা এখন বিজেপির দখলে। তৃণমূল বর্তমানে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দূর্নীতি ইস্যুতে অনেকটাই ব্যাকফুটে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। ২০১৯ সালের লোকসভায় তৃণমূল মাত্র এগারশো ভোটে জয়লাভ করে। তাই আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে বিজেপি। রীতিমতো বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে হাতিয়ার করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে পাখির চোখ করেছে। এমনকী, আরামবাগ লোকসভা জুড়ে অনুন্নয়ন, তৃণমূলের দুর্নীতি-সহ নানা অভিযোগ সামনে রেখে এখানে গুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি। রাজ্যে শাসক দলের উন্নয়ন ও লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মতো ভাতা প্রকল্পের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব। পাশাপাশি বাম- কংগ্রেস জোটের প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র কৃষকদের সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থার গঠন ও তৃণমূল বিজেপির দুর্নীতিকে প্রচারের হাতিয়ার করেন। নেই পর্যাপ্ত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সড়কের অবস্থাও তথৈবচ। আয়ের উপায় করতে শুধুমাত্র চাষবাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কৃষকদের পাশে প্রাক্তন সাংসদদের দেখা যায়নি। কৃষকদের পথে নেমে আন্দোলন করতে হয়। জনপ্রতিনিধিদের দেখা যায় না। আরামবাগ লোকসভার বন্যা পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান হয়নি। ভাবাদিঘির জট কাটেনি, কামারপুকুর ও রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটা রাধানগর আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠেনি, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আতঙ্ক কাটাতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ও শিল্পের দেখা নেই। ফলে, ২০২৪-এ আরামবাগ লোকসভায় নতুন কোনও ইতিহাস রচনা হবে কি না সেদিকে তাকিয়ে বঙ্গ রাজনীতিবিদরা। হুগলি জেলার তিনটি লোকসভার মধ্যে আরামবাগ লোকসভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেলার ৭টি বিধানসভা নিয়ে এই লোকসভা কেন্দ্র। সাতটি বিধানসভা হল আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়া, তারকেশ্বর, হরিপাল ও চন্দ্রকোনা। ২০১৯-এর লোকসভায় তৃণমূলের সামান্য দাপট থাকলেও ২০২১-এর বিধানসভায় পদ্মের দাপট দেখা যায়। এই লোকসভার চারটে বিধানসভা দখল করে গেরুয়া শিবির। আরামবাগ লোকসভায়

মোট ভোটদাতার সংখ্যা হল ১৭, ৬৪,৭২৬ জন। ২০১৯ সালে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৪, ৭১৯৮১জন। মোট ৮৩.৪১ শতাংশ ভোট গৃহিত হয়েছিল। এই সালে তৃণমূল প্রার্থী অপরূপা পোদ্দার ৬৪৯৯২৯ টি ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। বিজেপির তপন কুমার রায় ৬৪৮৭৮৭ টি ভোট পান এবং সিপিএমের প্রার্থী শক্তিমোহন মালিক ১০০৫২০ টি ভোট পেয়ে পরাজিত হন। তবে গত পঞ্চায়েত ভোট ও পুরসভা ভোটে তৃণমূল একচেটিয়া ভাবে ক্ষমতা দখল করে। অভিযোগ ওঠে মারাত্মক সন্ত্রাসের। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারায় ফুঁসছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। আমজনতার সেই 'রাগ' প্রতিফলিত হতে পারে ২০২৪ সালের ভোট বাক্সে। বিজেপি ইতিমধ্যেই আদিবাসী, এসসি, এসটি ও হিন্দু জেনারেল ভোটে থাবা বসিয়েছে। বিজেপির প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার মনে করেন, এবারের লড়াইটা তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে হবে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ মনে করেন দিদির উন্নয়ন দেখে আরামবাগ লোকসভার মানুষ তৃণমূলকে জয়যুক্ত করবে।

এবার বাউন্ডারি মারব: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: 'আপনারাই আমার ক্ষমতা, আপনারাই আমার সব, আপনারা আশীর্বাদ করুন এবার আমি বাউন্ডারি মারব।' শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার সকালে উত্তরপাড়ার রঘুনাথপুর মাখলা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে ঝড় তুললেন।

সকাল ন'টা থেকে রঘুনাথপুর পঞ্চায়েত এলাকায় কালিচক সহ বসুপোতা গ্রামে নির্বাচনী প্রচার সেরে টিএন মুখার্জি রোড ধরে উত্তরপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে জনসংযোগ করেন। তিনি হুটখোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে আমজনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। মাখলা লোহারপুল এলাকায় তিনি আমজনতার উদ্দেশে বলেন, 'আমি অনায়াসে জিতব। দেড় লাখ ভোটে জিতব, সিপিএমকে একদম ভোট দেবেন না আপনারা। সিপিএম খুচরো টিম তাদের আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়ানোর অনুরোধ করছি। যেখানে খুশি দাঁড়ান এবং তিনি বাংলাকে সহ্য করতে পারেন না।'

এদিন তিনি মানিকতলা মাতৃকা মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন, মা কালীর কাছে প্রার্থনা করলেন, পাশেই শিবলিঙ্গে পুজো দিলেন। মন্দির থেকে বেরনোর পরে সাধারণ মানুষ তাঁকে মালা পরালেন। এরপর তিনি মানিকতলা এলাকায় প্রবেশ করেন। এরপর সোজা গাড়ি টিএন মুখার্জি রোডে উঠে বিড়লার মোড়ে আসে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে প্রার্থীর গাড়ি কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে যায়, সেখানে বাঘাযতীন ক্লাবে নির্বাচনী প্রচার সমাপ্ত হয়।

উপস্থিত ছিলেন প্রার্থীর সঙ্গে উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, কাউন্সিলর অর্ণব রায় মানসী সিংহ, সন্দীপ দাস, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, তাপস মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী বিশ্বাস উৎপলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর।

ঘরোয়া বৈঠক করে অভিনব প্রচার করলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দফায় দফায় বাড়িতে বৈঠক করে অভিনব ভাবে নির্বাচনী প্রচার চালালেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। সোমবার সকাল থেকেই পুরাতন মালদা পুরসভার ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত নিবিড় জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমেই এই নির্বাচনী প্রচার চালান তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। ওইসব ওয়ার্ডের প্রতিটি পাড়ায় গিয়ে দশটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি করে ঘরোয়া বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের মাধ্যমেই মহিলারা লক্ষ্মী ভাণ্ডারের বরাদ্দ নতুনভাবে এক হাজার টাকা পাচ্ছেন কিনা, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে রূপশ্রী, সবুজ সাথীর সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেকেই পেয়েছে কিনা, পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নানান প্রকল্পের বিষয়গুলি নিয়েই মূলত এদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করেই মতামত বিনিময় করেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। এছাড়াও গত পাঁচ বছরে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদদের দেখা মিলেছে কিনা, তার কাছ থেকে কতটা সহযোগিতা সাধারণ মানুষ পেয়েছেন সেই প্রসঙ্গও এদিন আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন তৃণমূল প্রার্থী।

এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পুরাতন মালদা পুরসভার ওই পাঁচটি ওয়ার্ডের নিবিড় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই ওয়ার্ড ভিত্তিক ঘরোয়া বৈঠকেই মূলত বাড়ির মহিলাদের কাছেই বেশি করে সমস্যার কথা শোনার চেষ্টা করেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি বলেন, মানুষের কাছে নানান বিষয় নিয়ে মতামত বিনিময় করা হয়েছে। যদিও এলাকার বিজেপি সাংসদ তিনি সাধারণ মানুষের সমস্যার বিষয়ে কোনো খোঁজ খবর নেননি। বিজেপি সাংসদ যখন কাজ করেননি তাঁর একটা রিপোর্ট কার্ড সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি আরো বলেন, এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার কথা শোনা হয়েছে। আগামী দিন সেই সব সমস্যার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন এই ঘরোয়া বৈঠকের আগে এলাকার কয়েকটি মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী।

এদিকে উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আসলে তৃণমূলের কাছে নির্বাচনে লড়ার কোনও কিছু নেই, তাই এই ধরনের অভিযোগ করছে।

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথ প্রকল্পের কাজ শেষের পথে!

বনস্পতি দে ● হুগলি

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল লাইনের কাজ শেষের পথে এগোচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে কাজ, ২০২৫-এ কাজ শেষ হবে বলে আশাবাদী রেল। জানা গিয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার পাশাপাশি এই রেলপথ তৈরির অন্যতম লক্ষ্য হল পোড়ামাটির মন্দিরের জন্য বিখ্যাত বিষ্ণুপুর শহরের সঙ্গে হুগলির অন্যতম জনপ্রিয় শৈবক্ষেত্র তারকেশ্বরকে সংযুক্ত করা। পরিকল্পিত সার্কিট রুটের মধ্যবর্তী স্টপেজ হিসেবে থাকবে কামারপুকুর এবং জয়রামবাটি, যা যুগপুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং মা সারদার স্মৃতিবিজড়িত, তথা তাঁদের জন্মস্থান।

২০০১ সালে প্রাথমিক ভাবে অনুমোদিত বিষ্ণুপুর - তারকেশ্বর নিউ লাইন প্রকল্পটি ৮৭ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং এটি কেবলমাত্র তীর্থযাত্রার সুবিধার্থেই নয়, পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে এবং পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে পণ্য পরিবহণের বিকল্প রুট হিসাবেও কাজ করবে। তবে, এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও, প্রকল্পটি মূলত জমিজটের কারণে যথেষ্টই বিলম্বের মুখোমুখি হয়।

প্রসঙ্গত, ময়নাপুর থেকে বড় গোপীনাথপুর (৭.৭ কিমি) এই অংশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, মাটিখনন এবং সেতু নির্মাণের কাজ ৮০ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হয়েছে। বড় গোপীনাথপুর স্টেশন নির্মাণের কাজও পুরোদমে চলছে। বড় গোপীনাথপুর থেকে জয়রামবাটি (৭.১ কিমি) এই অংশেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, মাটিখনন এবং সেতু নির্মাণের কাজ ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে জয়রামবাটি স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর (৫ কিমি) জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণে, বিশেষত ২.৫ কিলোমিটার অংশের কাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে, সমস্যার সমাধান এবং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরে, প্রয়োজনীয় জমিটি ৮ মার্চ, ২০২৪-এ সেই জমি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

কামারপুকুর থেকে গোঘাট (৫.৫ কিমি) ৯০০ মিটার বিস্তৃত ভাবাদিঘি অঞ্চল বাদে এই বিভাগের বেশিরভাগ বড় কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই ভাবাদিঘি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে বলেও আশা করছে রেল কর্তৃপক্ষ। ২০২৫ সালে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে বিষ্ণুপুর - তারকেশ্বরের মধ্যে যোগাযোগ যেমন সহজ হবে, তেমনই তীর্থযাত্রীদের পক্ষেও কম খরচে ও কম সময়ে তারকেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটি ও বিষ্ণুপুরের মদনমোহনকে দর্শন করা সম্ভব হবে। এখন দেখার বাস্তবেই কবে এই লাইনে গড়ায় রেলের চাকা।

প্রচারে চাষিদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শুনলেন তৃণমূল প্রার্থী শর্মিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: নিজের ভোট প্রচারে এসে চাষিদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শুনলেন সোমবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শর্মিলা সরকার। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের জামালপুর ও কালেখাতলা এলাকায় তিনি প্রচারে আসেন। পাশাপাশি ফসলের লাভজনক মূল্য তাঁরা পাচ্ছেন কিনা, একই সঙ্গে ফসল বিমা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তাঁরা পেয়েছেন কিনা সেই সমস্ত দিকগুলো এদিন খোঁজ নেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় এলাকায় একটি জলছত্রর উদ্বোধন করেন প্রার্থী শর্মিলা সরকার, সেখান থেকেও জল দান করেন এলাকার মানুষদের। এরপরই জামালপুর বাজার এবং কালেখাতলা বাজার এলাকায় ভোট প্রচার সারেন তিনি। এদিনের এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন এলাকার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, প্রার্থী শর্মিলা সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা।

ঠাকুরবাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: সিএএ, এনআরসি চালু হলেই নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ঠাকুরবাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি চিঠি। নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বা জঙ্গি গোষ্ঠীর নাম করে হুমকি চিঠি মতুয়াদের ধর্মীয় পীঠস্থান ঠাকুর বাড়িতে। সিএএ, এনআরসি করলে মন্দির উড়িয়ে দেবে। শান্তনু ঠাকুরের পরিবারকে প্রাণে মারার হুমকি চিঠি

শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে বাই পোস্টে আসে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাবেন দাবি শান্তনু ঠাকুরের। শান্তনু ঠাকুর আরও জানান, এই রাজ্যে কিভাবে অরাজকতা চলছে তা কার্যত এই চিঠিতেই প্রমাণ। নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী কিভাবে এতটা সাহস পায়? রাজ্য সরকার চুপ করে বসে আছে তা এই চিঠিতেই বোঝা যাচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থেকে এইভাবে হুমকি চিঠি পাঠাচ্ছে। এটা দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী দপ্তর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য আমি আবেদন করব। জানা গিয়েছে, উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গার ঠিকানা থেকে এই চিঠিটি দেওয়া হয়েছে। যেখানে দেগঙ্গার এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ রয়েছে। এই চিঠি নিয়ে মমতা বালা ঠাকুরের দাবি, পুরোটাই নাটক শান্তনু ঠাকুরের, শান্তনু ঠাকুর নিজে ভোটের জন্য এই নাটক করছে। যেভাবে অত্যাচার করেছে তা সমস্ত মতুয়া ভক্তরা দেখেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ।

স্কুলেই কিচেন গার্ডেনের সবজিতে মিড ডে মিল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মিড ডে মিলের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ একাধিকবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। কিন্তু মিড ডে মিলের রকমারি খাবারের কথা কখনও সংবাদ শিরোনামে তেমন দেখা যায়নি। এবার মিড ডে মিলের রকমারি খাবারের প্রশংসার খবর উঠে এল।

পড়ুয়াদের পাতে কোনও দিন এ্যাঁচড় চিংড়ি, কোনও দিন শাক পোস্ত, তো কোনও দিন ঢেঁড়শ, আবার কোনও দিন পাঁচমিশালি সবজির তরকারি। আর পড়ুয়ারা বেশ আনন্দের সঙ্গে তৃপ্তি করে তা খাচ্ছে। আর এই সব সবজির উৎস তাদের নিজেদের স্কুলেরই বাগান। তারা নিজেরাই বাগানে সবজি ফলায়। প্রসঙ্গত, সরকারি ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন স্কুলকে কিচেন গার্ডেন করার জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছিল। এরপরই অনেক বিদ্যালয়ই নিজেদের স্কুলের মধ্যে করেছিল কিচেন গার্ডেন। এখন সেখান থেকেই তারা সবজি নিয়ে চালাচ্ছে মিড ডে মিল। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের এরকম তিনটি স্কুলে এই চিত্র ধরা পড়ল।

চৌবেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝাপানডাঙা সাবিত্রী দেবী বালিকা বিদ্যালয় ও রেওরা প্রাথমিক বিদ্যালয় এই তিনটি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা সকলে মিলে অতি যত্ন সহকারে নিজেদের স্কুলে তৈরি করেছেন কিচেন গার্ডেন। ফলিয়েছেন বিভিন্ন সবজি, যা দিয়েই তাঁরা শিশুদর মিড ডে মিলে সবজির জোগান দিয়ে যাচ্ছেন। সাবিত্রী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে সবজি বাগানের সঙ্গে রয়েছে কাঁঠাল গাছ। এই কাঁঠাল গাছের এ্যাঁচড় দিয়েই শিশুদের পাতে তাঁরা দিতে পারছেন এ্যাঁচড় চিংড়ি। দুই প্রাথমিক বিদ্যালয় ফলানো হয়েছে বিভিন্ন শাক। খুদে পড়ুয়াদের পাতে দিচ্ছেন শাক পোস্ত।

চৌবেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু সেনশর্মা জানান, তাঁরা বিদ্যালয়ে সবজির বাগান করে সেখানে নানান ধরনের সবজি ফলিয়েছেন এবং সেই সবজি দিয়েই মিড ডে মিল চালান। তাঁরা নিজেরাই সবজি বাগানের দেখাশোনা করেন। নিজেদের বাগানে ফলানো সতেজ সবজি ছাত্রছাত্রীরা পায় যাতে কোনও কীটনাশক দেওয়া থাকে না। রেওড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত কুমার ঘোষ জানান, বিদ্যালয়ের বাগানে সবজি ফলানোর ফলে ছাত্রছাত্রীরা যেমন টাটকা, তাজা সবজি পায়, তেমন তাদের বাগান তৈরির ওপর একটা ঝোঁক তৈরি হয়, যা তাদের ভবিষ্যতে অনেক কাজে দেবে। আর নিজেদের বাগানের সবজি রান্না করলে খরচও কিছুটা কমে। যার ফলে তাঁরা কোনও কোনও দিন ছাত্রছাত্রীদের স্পেশাল নিউট্রিশন হিসাবে অন্যান্য খাবার দিতে পারেন, যেমন তাঁরা আখের রস পড়ুয়াদের খাইয়েছেন।

সাবিত্রী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়তী আইচ মিত্র জানান, তাঁদের বিদ্যালয়ে সবজির বাগানের সঙ্গে তাঁরা বিদ্যালয়ে কাঁঠাল গাছ বসিয়েছেন। তাতে এখন অনেক এ্যাঁচড় ধরেছে। তাই দিয়েই তাঁরা ছাত্রীদের এ্যাঁচড় চিংড়ি খাওয়াচ্ছেন। আর ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন খাবার মেনুতে নিত্যনতুন জিনিস পাওয়ায় খুবই মজা করে খাচ্ছে। জামালপুরের বিডিও পার্থসারথী দে জানান, তাঁরা প্রতিটি বিদ্যালয়কেই এই বিষয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, যাতে কম বেশি সকলেই নিজেদের বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন করেন। এর জন্য সরকারি অনুদানও পাওয়া যায়। তবে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে নিজেদের সবজির বাগানের সবজি দিয়েই মিড ডে মিল রান্নার ব্যাপারটায় তিনি বিদ্যালয়গুলোর প্রশংসা করেন। প্রয়োজনে তিনি নিজে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন দেখতে যাবেন বলেও জানান।

প্রতিটি স্কুল যদি এই ভাবে নিজেদের স্কুলেই কিচেন গার্ডেন করে সবজি ফলিয়ে রান্না করে খাওয়ায় তা হলে একদিকে যেমন শিশুরা টাটকা, তাজা সবজি পাবে যাতে কোনও রকম বিষাক্ত কীটনাশক থাকবে না, বিদ্যালয়ে বাগান হওয়ার ফলে বিদ্যালয় হবে পরিবেশ বান্ধব এবং খরচও সাশ্রয় হবে বলে তাঁর দাবি।

বাংলায় এক নম্বর দল হিসেবে উঠে আসতে পারে বিজেপি!

দাবি করেছেন ভোটকুশলী পিকে

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এক নম্বর দল হিসাবে উঠে আসতে পারে বিজেপি! এমনটাই জানালেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ওরফে পিকে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে পিকে দাবি করেছেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর দল হয়ে উঠতে পারে। বিজেপি কয়েক বছরে দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে তাদের উপস্থিতি প্রসারিত করার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছে, তারই ফলস্বরূপ এমনটা হতে পারে বলেই তিনি দাবি করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরকে বাংলায় নিয়ে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিশ্রমিক নিয়ে তৃণমূলের ভিত মজবুত করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তিনি। অভিষেক-পিকে জুটিই ছিল ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের অন্যতম চালিকাশক্তি। ২০২১ সালে তৃণমূলের হয়ে ভোটের কৌশল রচনা করার সময় পিকের মন্তব্য ছিল, ভোটবাক্সে বিজেপি তিন অঙ্কের সংখ্যা পেরোলে ভোটকুশলীর পেশা ছেড়ে দেবেন তিনি। তা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি তাঁকে। কিন্তু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর দেখা যায়, প্রশান্তের কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। সেই নির্বাচনের তিন বছর ঘুরতে না ঘুরতে এ বার সেই পিকেই জানিয়ে দিলেন, লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বেশি আসন পাবে বিজেপি। পিকে বলেছেন, 'আপনাদের শুনে আশ্চর্য মনে হলেও আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে এক নম্বর দল হতে চলেছে বিজেপি।'

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশাতেও বিজেপি বেশি আসন পাবে বলে মন্তব্য করেছেন পিকে। একই সঙ্গে কংগ্রেস শাসিত তেলঙ্গানাতেও বিজেপি এক নম্বর রাজনৈতিক দল হিসাবে উঠে আসতে পারে বলে পিকে মনে করছেন। পাশাপাশি পিকে এ-ও মন্তব্য করছেন যে, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানো অসম্ভব নয়। কিন্তু বিরোধীরা এ বারের সুযোগ হাতছাড়া করেছে।

এর আগেও একাধিক সাক্ষাৎকারে পিকে দাবি করেছেন যে, বিজেপি দেশের উত্তর এবং পশ্চিমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। পাশাপাশি 'দুর্বল' পূর্ব এবং দক্ষিণেও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার কাজ করে গিয়েছে। তার ফলই বিজেপি এ বার পাবে বলে পিকে মতপ্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, গত পাঁচ বছরে বিরোধী নেতারা বাড়িতে বসে থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ফিরে আসার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আপনি যদি ক্যাচ মিস করতে থাকেন, তা হলে ব্যাটার তো সেঞ্চুরি করবেই। বিশেষ করে যদি তিনি ভাল ব্যাটার হন।'

ভোটপ্রচারে ইস্তাহার নিয়ে মোদির মন্তব্যের বিরুদ্ধে কমিশনে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: কংগ্রেসের ইস্তাহারে প্রতিফলিত মুসলিম লিগের ভাবনা, সম্প্রতি ভোটপ্রচারে এই ভাষাতেই বিরোধী দলকে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার ওই মন্তব্যের প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল কংগ্রেস। আজমের শরিফের সভায় মোদি আরও দাবি করেন, 'রাহুল গান্ধির দলের ইস্তেহার মিথ্যায় ভরা, পাতায় পাতায় ভারত ভাঙার মন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে ইস্তেহারে।' যদিও যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করল কংগ্রেস।

৬ এপ্রিল রাজস্থানের আজমেঢ়ে সভা করেন মোদি। সেখানেই দেশের বৃহত্তম দল কংগ্রেসের ইস্তাহার নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার সময় মুসলিম লিগ যে চিন্তাভাবনা করত, কংগ্রেসের ইস্তেহারে সেই ধরনের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, 'মুসলিম লিগ মার্কা ইস্তাহারের সবকিছুই ইতিমধ্যে দখল করেছে বামপন্থীরা। আজ কংগ্রেসের কাছে আদর্শ বা নীতি কোনও কিছুই অবশিষ্ট নেই। কংগ্রেস যেন সবকিছুই চুক্তিতে দিয়ে দিয়েছে। পুরো দলটিকে আউটসোর্স করতে হচ্ছে!'

প্রধানমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধির দল মন্তব্য করেছে, বিজেপি ১৮০ আসনের গণ্ডি পেরোবে না বলেই ভয় পাচ্ছে, এই কারণেই হিন্দু-মুসলিম স্ক্রিপ্ট লিখে চলেছে। একধাপ এগিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে তোপ দাগেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওদের আদর্শের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশ এবং মুসলিমকে লিগকে সহযোগিতা করেছে। এর পর সোমবার কমিশনে গিয়ে লিখিত নালিশ জানাল কংগ্রেস।

আপ বিধায়ক দুর্গেশকে এবার তলব করল ইডি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: দিল্লির আবগারি মামলায় এ বার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ্তসহায়ক বিভব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি। পাশাপাশি, আম আদমি পার্টির (আপ) বিধায়ক দুর্গেশ পাঠককে এই একই মামলায় তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি সূত্রে খবর, আবগারি মামলা থেকে প্রাপ্ত ৪৫ কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে গোয়ায় গিয়েছিল। সেই টাকা গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই গোয়ার আপ বিধায়ক দুর্গেশকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সোমবারই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আপ বিধায়ক ইডি দপ্তরে যাননি বলেই খবর।

আবগারি মামলার তদন্তে নেমে দীনেশ অরোরা নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করেছে, দীনেশের বয়ান থেকেই স্পষ্ট ৪৫ কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে গোয়ায় গিয়েছে। সেই টাকাই গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহার হয়েছে। দীনেশের বয়ানকে সামনে রেখেই দুর্গেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। উল্লেখ্য, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের পর এ বার তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা বলে জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী মারলেনা। শুধু তাঁকে একা নয়, আরও তিন আপ নেতাকেও গ্রেপ্তার করার আশঙ্কাপ্রকাশ করেছিলেন অতিশী। সেই তালিকায় ছিলেন রাঘব চাড্ডা, দুর্গেশ পাঠক এবং সৌরভ ভরদ্বাজ।

অন্তর্বর্তী জামিন মিলল না কেসিআর কন্যা কবিতার

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় স্বস্তি মিলল না ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী কে কবিতার। সোমবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। আপাতত তিহার জেলেই থাকতে হবে তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যাকে।

১৬ বছরের ছেলে পরীক্ষা দেবে। এই সময়ে তার মায়ের সাহায্য প্রয়োজন। নিম্ন আদালতে এই যুক্তি দিয়েই অন্তর্বর্তিকালীন জামিন চেয়েছিলেন কবিতা। কিন্তু তাঁর এই জামিন-আর্জির বিরোধিতা করে তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তার পরেই বিশেষ আদালতের বিচারক কাবেরী বাজওয়া জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন। ইডির বক্তব্য, কবিতা মামলার তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করেছেন এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত করেছেন। কবিতার জামিন সংক্রান্ত মূল মামলাটি এখনও আদালতে বিচারাধীন। আগামী ২০ এপ্রিল মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত ১৫ মার্চ দুপুরে কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। চলে তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদ। তার পর বিকেলে বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। ইডির গ্রেপ্তারি 'বেআইনি' বলে দাবি করেন কবিতা। ইডির গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চন্দ্রশেখরের কন্যা। যদিও শীর্ষ আদালত কবিতার আবেদনে সাড়া দেয়নি। নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন করার পরামর্শ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বিশেষ বেঞ্চ শুনানির সময় জানায়, কবিতাকে অবশ্যই নীতি অনুসরণ করতে হবে। তাঁর জন্য কোনও নিয়ম ভাঙা যাবে না। শীর্ষ আদালতে এভাবে সরাসরি জামিনের আবেদন করা যায় না।

ধূমপানরত দুই মহিলার দিকে তাকানোর 'অপরাধে' কুপিয়ে খুন যুবক

নাগপুর, ৮ এপ্রিল: ধূমপানরত দুই মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকার 'অপরাধে' কুপিয়ে খুন যুবক। এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার রাতে নাগপুরে এই ঘটনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মহালদী নগরে একটি পানের দোকানের সামনে ধূমপান করছিলেন জয়শ্রী পানঝাড়ে এবং তাঁর বন্ধু সবিতা সায়রে। তখন দোকানে সিগারেট কিনতে আসেন রঞ্জিত রাঠৌড় নামে ওই যুবক। অভিযোগ, দুই মহিলার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। সেই নিয়ে শুরু হয় বিবাদ। হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়।

রঞ্জিত একটি ভিডিও তুলেছেন। তাতে দেখা গিয়েছে, তাঁকে হেনস্থা করছেন ৩০ বছরের জয়শ্রী। তাঁর মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। এর পরেই নিজের এক বন্ধু আকাশ রাউতকে ফোন করে ডাকেন জয়শ্রী। তিনি এসে রঞ্জিতকে কোপাতে থাকেন। ওই এলাকায় বসানো সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে গোটা ঘটনা।

পানের দোকানের মালিক লদণ তাওড়ে জানিয়েছেন, জয়শ্রী যখন বন্ধুকে ফোন করে ডাকেন, তখন দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যান তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছয় পুলিশ। রঞ্জিতকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। যদিও সেখানে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, জয়শ্রী, সবিতা এবং আকাশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিজেপি ছাড়লেন মোদির প্রাক্তন মন্ত্রী বীরেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ছাড়লেন হরিয়ানার প্রভাবশালী জাঠ নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌধরি বীরেন্দ্র সিং। সোমবার বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ ছেড়ে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করে তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার আমি কংগ্রেসে যোগ দেব।'

২০১৪-র লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন বীরেন্দ্র। ২০১৪-১৯ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম মন্ত্রিসভায় গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ, ইস্পাত-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। বিজেপির টিকিটে দু'দফায় রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২০২০ সালের পর তাঁকে আর সংসদের উচ্চকক্ষে টিকিট দেয়নি বিজেপি। বীরেন্দ্রের স্ত্রী প্রেমলতা হরিয়ানার ২০১৪-১৯ হরিয়ানার বিজেপি বিধায়ক ছিলেন। পুত্র বিজেন্দ্রকে ২০১৯ সালে হিসার কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। জেজেপি-র দুষ্যন্ত চৌটালাকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। মার্চ মাসে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন বীজেন্দ্র। লোকসভা ভোটের আগে প্রয়াত জাঠ নেতা ছোটুরামের পরিবারের কংগ্রেস যোগদান হরিয়ানায় বিজেপিকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন।

মোজাম্বিকে নৌকাডুবিতে মৃত অন্তত ৯০

মাপুটো, ৮ এপ্রিল: মাছ ধরার নৌকোয় চেপে চলছিল বিপজ্জনক যাত্রা। সেই নৌকো ডুবে গিয়ে মৃত্যু হল অন্তত ৯০ জনের। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা। মোজাম্বিকের এই ভয়াবহ ঘটনায় মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু। উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার পর মাত্র ৫ জনকে পাওয়া গিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, নামপুলা শহরের দিকে যাচ্ছিল ওই নৌকোটি। ছোট মাছ ধরার নৌকো হলেও তাতে ১৩০ জন যাত্রী ছিল। যাত্রার সময়েই হঠাৎ খবর ছড়ায়, যাত্রীদের মধ্যে একজন কলেরা আক্রান্ত। সেই কথা শুনেই নৌকো ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করেন অন্য যাত্রীরা। সেই সময় অত্যধিক হুড়োহুড়ির ফলে নৌকোটি ডুবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জলে তলিয়ে যান যাত্রীরা। খবর পেয়েই শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

নামপুলা প্রদেশের প্রধান জেমি নেটো বলেন, নৌকোটি মোটেও যাত্রী বহনের উপযুক্ত নয়। নৌকোডুবির ঘটনায় অন্তত ৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই অনুমান। কারণ এখনও পর্যন্ত মাত্র ৫ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজও ব্যাহত হচ্ছে। তবে ছোট নৌকোয় কী করে এত যাত্রী ওঠার অনুমতি দেওয়া হল, সেই নিয়ে চলছে তদন্ত।

উল্লেখ্য, গত অক্টোবর থেকে কলেরার কবলে পড়েছে মোজাম্বিক। অন্তত ১৫ হাজার মানুষ কলেরা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের। এহেন পরিস্থিতিতে কলেরা গুজব শুনেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল নৌকোর যাত্রীদের মধ্যে। নেটোর কথায়, যাত্রীরা সকলেই হয়তো নৌকো ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করছিলেন। তাতেই বিপত্তি। আপাতত চিকিৎসাধীন রয়েছেন উদ্ধার হওয়া ২ যাত্রী। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল।

এইচ১বি ভিসা প্রক্রিয়ায় নয়া নিয়ম চালু করল আমেরিকান অভিবাসন দপ্তর

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল: এইচ১বি ভিসা পদ্ধতিতে নয়া নিয়ম চালু করল আমেরিকান অভিবাসন দপ্তর। নতুন নিয়মে এক জন আবেদনকারীর নাম একবারই লটারিতে গ্রহণ করা হবে। এ বছর ১ এপ্রিল থেকে যাঁরা ২০২৫-এর জন্য এইচ১বি ভিসার আবেদন করছেন, তাঁরা এই নতুন নিয়মের আওতায় পড়বেন।

আমেরিকায় উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদেশিদের অভিবাসনের জন্য এইচ১বি ভিসা দেওয়া হয়। তথ্য-প্রযুক্তি, কারিগরি, বায়োটেকনোলজি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু ভারতীয় এই ভিসা নিয়ে আমেরিকায় থাকেন ও চাকরি করেন। কর্মীদের হয়ে ভিসার জন্য আবেদন জানায় আমেরিকান সংস্থাগুলি। বর্তমানে প্রতি বছর অন্তত ৮৫ হাজার এইচ১বি ভিসা দেওয়া হয়। ২০০৮ সাল থেকে এই ভিসার জন্য 'কম্পিউটার জেনারেটেড র‍্যান্ডম সিলেকশন প্রসেস' বা লটারি পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার যে দপ্তর ভিসার দায়িত্বে, সেই 'ইউনাইটেড স্টেটস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস' বেশ কিছু বছর ধরেই ভিসা আবেদনে কিছু গোলমাল লক্ষ্য করছে। যেমন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক জন আবেদনকারীর জন্য একাধিক সংস্থা এইচ১বি ভিসার আবেদন করতে পারত। এটা সাধারণত হত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে, যাঁরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থা থেকে চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন, কিন্তু এখনও কোনও সংস্থায় যোগদান করেননি। এই সব ক্ষেত্রে, যে সংস্থার হয়ে ওই চাকরিপ্রার্থী এইচ১বি ভিসা পাবেন, তিনি সেই সংস্থাতেই যোগদান করবেন, এটাই ধরে নেওয়া হত।

কিন্তু অভিবাসন দপ্তর লক্ষ্য করে দেখে যে, ভিসা আবেদনের নিয়মের নানা ফাঁকফোঁকর বার করে একই প্রার্থীর হয়ে বিভিন্ন সংস্থা এইচ১বি ভিসার আবেদন করছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একটি সংস্থা বিভিন্ন পদের জন্য একই প্রার্থীর নাম একাধিক বার এইচ১বি ভিসার লটারিতে পাঠাচ্ছে। এক জন ভিসা আবেদনকারীর লটারিতে পাওয়ার সুযোগ অনেক বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই কৌশলী পথ নেওয়া হত। কিন্তু এর ফলে লটারিতে নাম পাঠানো আবেদনকারীর সংখ্যা আসলে অনেকটাই কমে যেত।

২০১৮ থেকে এইচ১বি ভিসা আবেদন পদ্ধতি আরও স্বচ্ছ করতে দফায় দফায় নানা নিয়মকানুন নিয়ে আসছিল অভিবাসন দপ্তর। যা চূড়ান্ত ভাবে গত ১ এপ্রিল থেকে চালু হল। নতুন নিয়মে, এক জন আবেদনকারীর নাম একবারই লটারিতে গ্রহণ করা হবে। নামের সঙ্গে জমা দিতে আবেদনকারীর পাসপোর্ট। অর্থাৎ, এক জন প্রার্থী এক দফায় এক বারই নিজের নাম এইচ১বি ভিসার লটারিতে তোলার সুযোগ পাবেন।

যাঁরা এইচ১বি ভিসা পান, তাঁদের ৭০-৭৫ শতাংশ ভারতীয়। এই নতুন নিয়ম ভারতীয়দের পক্ষে কতটা লাভজনক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল: কিছুটা জমি রাশিয়ার হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধ থামান। ইউক্রেনের জন্য নয়া প্রস্তাব দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর দাবি, তিনি ক্ষমতায় এলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে ভ্লাদিমির পুতিনের ফৌজ। ইউক্রেনের মাটিতে আরও বেশিমাত্রায় আগ্রাসন চালাতে দু'বার ভাববে না রাশিয়া।

মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট সূত্রে খবর, দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে আগ্রহী ট্রাম্প। কারণ তিনি মনে করেন, বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে মুখরক্ষা করতে চায় রাশিয়া ও ইউক্রেন দু'পক্ষই। যুদ্ধ না করে সমাধান চায় তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ট্রাম্পের এক সহকারীর কথায়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিজেও। সেই জন্যই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছকে রাখতে চাইছেন ট্রাম্প।কী সেই পরিকল্পনা? ক্রাইমিয়া এবং দোনবাসের সীমান্ত এলাকাগুলো দখল করতে চেয়েছিল রাশিয়া। সূত্রের খবর, ইউক্রেনকে চাপ দেওয়া হবে ওই এলাকাগুলো রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ট্রাম্প মনে করেন, ওই এলাকার বাসিন্দারা রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারলে খুশিই হবেন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে 'বন্ধু' ইউক্রেনকেই সমঝোতা করতে পরামর্শ দেবেন ট্রাম্প। বিতর্কিত এলাকাগুলো রাশিয়ার হাতে তুলে দিলেই যুদ্ধ থেমে যাবে বলে মনে করছেন রিপাবলিকান নেতা। তবে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ট্রাম্পকে তোপ দেগেছেন বিরোধীরা। তাঁদের আশঙ্কা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর এই মন্তব্য উসকানি দেবে রাশিয়াকে। আরও আগ্রাসী ভঙ্গিতে ইউক্রেনের জমি দখলের চেষ্টা করবে রুশ ফৌজ, তাতে বাড়বে ক্ষয়ক্ষতি। যদিও এই খবর একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্পের প্রচার সহকারীরা। তাঁদের দাবি, ভুয়ো দাবি করছে মার্কিন সংবাদপত্র। একমাত্র ট্রাম্পই চাইছেন যেন ইউক্রেনে মৃত্যুমিছিল বন্ধ হোক।

ভারতীয় পতাকাকে অপমান, অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে ক্ষমা চাইলেন মালদ্বীপের প্রাক্তন মন্ত্রী

ম্যালে, ৮ এপ্রিল: আবারও ভারত বিরোধী মন্তব্য মালদ্বীপের প্রাক্তন মন্ত্রী মারিয়ম শিউনার। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকাকে অপমান করলেন তিনি। অতীতের নিষেধাজ্ঞা তুলে ভারত যখন খাদ্যদ্রব্য রপ্তানিতে মালদ্বীপের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করছে, ঠিক সেই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ভারতের জাতীয় পতাকাকে অশুভ শক্তির সঙ্গে তুলনা করতে দেখা গেল মারিয়মকে। সামনেই মালদ্বীপে নির্বাচন। সেই উপলক্ষ্যে দ্বীপরাষ্ট্রে একে অপরের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে নেমেছে শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষ। বিরোধী এমডিপি-কে কটাক্ষ করতে গিয়ে তাদের দলের একটি 'বিকৃত' লোগোর ছবি পোস্ট করেছিলেন মারিয়ম। সেই পোস্টে এমডিপি-র প্রতীকের বদলে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকার 'অশোকচক্র'-র মতো দেখতে একটি আকৃতি। সেই সঙ্গে মরিয়ম লেখেন, 'এমডিপির পদস্খলন হতে চলেছে। মালদ্বীপের মানুষ নিশ্চই তাদের সঙ্গে পিছিয়ে পড়তে চায় না। নিজের পোস্টে মালদ্বীপের বিরোধী দলের প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে ভারতের শাসকদল বিজেপির 'পদ্ম' প্রতীকও ব্যবহার করেছেন তিনি।

মারিয়মের সেই পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই বিতর্ক চরম আকার নেয়। এরপরই বিতর্কিত পোস্ট মুছে ক্ষমা চান তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে মালদ্বীপের প্রাক্তন মন্ত্রী লেখেন, সম্প্রতি যে পোস্ট আমি করেছি তার জন্য যদি কোনও বিভ্রান্তি তৈরি হয়ে থাকে তবে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আমার পোস্ট করা ছবির সঙ্গে যে ভারতের পতাকার সাদৃশ্য রয়েছে তা পরে আমি জানতে পেরেছি। এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। আগামী দিনে এমন কোনও পোস্ট করার আগে অবশ্যই সতর্ক থাকব। ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ককে আমরা সম্মান করি।

অবশ্য মারিয়মকে নিয়ে বিতর্ক এই প্রথমবার নয়, এর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লাক্ষাদ্বীপ সফরকে নিয়ে অপমানজনক পোস্ট করেছিলেন তিনি। যার জেরে বিতর্ক চরম আকার নিতেই তাঁকে মন্ত্রী পদ থেকে সরায় মুইজ্জু সরকার। তবে সরকারি পদ থেকে সরলেও শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ পদে এখনও বহাল তিনি। এদিকে গত শুক্রবার মালদ্বীপে পণ্য রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ভারত সরকার। যার জেরে এখন থেকে ডিম, আলু, পেঁয়াজ, চাল, গমের আটা, চিনি এবং ডালের মতো একাধিক খাদ্য দ্রব্য দ্বীপরাষ্ট্রে রপ্তানি অব্যাহত রাখবে ভারত সরকার। ঠিক সেই মুহূর্তেই মারিয়ামের ভারত বিরোধী পোস্ট নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে।

চেন্নাইয়ের কাছে থামল কলকাতার বিজয়রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিপকের ২২ গজ বিস্মিত করল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপ্রেমীদের। প্রথম থেকেই বল থমকে ব্যাটে আসছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের দেখে পিচ কঠিন মনে হলেও চেন্নাই সুপার কিংসের ইনিংসের সময় অন্য রকম দেখাল। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে কলকাতা নাইট রাইডার্স তোলে ৯ উইকেটে ১৩৭ রান। জবাবে চেন্নাই সুপার কিংস করল ১৭.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪১ রান। বোলারদের সহায়ক পিচেও মার খেলেন ২৫ কোটির মিচেল স্টার্ক। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির পাড়ায় লড়াই করতেই পারল না কেকেআর।

সুনীল নারাইন এবং অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ছাড়া কেকেআরের আর কোনও ব্যাটার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মেজাজে ব্যাট করতে পারলেন না। ইনিংসের প্রথম বলেই তুষার দেশপান্ডের বলে আউট হন ফিল সল্ট (শূন্য)। দ্বিতীয় উইকেটে জুটিতে নারাইন-রঘুবংশী তুললেন ৫৬ রান। এই জুটি ভাঙার পর কার্যত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল কেকেআরের ইনিংস। রবীন্দ্র জাডেজা, মুস্তাফিজুর রহমানদের বলের সামনে অস্বস্তিতে থাকলেন সকলেই। চাপের মুখে পিচের এক দিক আগলে রেখে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দিলেন শ্রেয়স আয়ার।

কলকাতার ইনিংসের সপ্তম ওভারে বল করতে এসে বড় করতে বড় ধাক্কা দেন জাডেজা। রঘুবংশী এবং নারাইনকে আউট করেন তিন বলের তফাতে। ফলে ১ উইকেটে ৫৬ থেকে ৩ উইকেটে ৬০ হয়ে যায় কলকাতা। নারাইন করলেন ২০ বলে ২৭। মারলেন ৩টি চার এবং ২টি ছয়। রঘুবংশীর ব্যাট থেকে এল ১৮ বলে ২৪। তিনি মারলেন ৩টি চার, ১টি ছক্কা। এই চাপ ইনিংসের শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারল না কেকেআর। পর ব্যর্থ হলেন বেঙ্কটেশ আয়ার (৩), রমনদীপ সিংহ (১৩), রিঙ্কু সিংহ (৯), আন্দ্রে রাসেলরা (১০)। ব্যাট হাতে স্টার্কের অবদান শূন্য। একা লড়াই করলেন শ্রেয়স। তিনি ৩২ বলে ৩৪ করলেন ৩টি চারের সাহায্যে। শেষ পর্যন্ত ২২ গজে ছিলেন অনুকূল রায় (৩) এবং বৈভব অরোরা (১)। দ্বিতীয় উইকেট ছাড়া বড় রানের কোনও জুটিই তৈরি করতে পারল না কেকেআর। শ্রেয়সদের গোটা ইনিংসে হল ১১টি চার এবং ৪টি চার।

পিচের চরিত্র অনুযায়ী বল করলেন চেন্নাইয়ের বোলারেরা। জাডেজা ৩ উইকেট নিলেন ১৮ রান দিয়ে। তুষারের ৩ উইকেট ৩৩ রানে। শেষ ওভারে চমক দিলেন মুস্তাফিজুর। কেকেআর ২০তম ওভারে তুলল ২ রান। হারাল ২ উইকেট। বাংলাদেশের জোরে বোলার ২২ রান খরচ করে ২ উইকেট পেলেন। ২৮ রানে ১ উইকেট মাহিশ থিকশানার।

জয়ের জন্য ১৩৮ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা মন্থর হয় চেন্নাইয়েরও। তবে স্টার্কের দিশাহীন পারফরম্যান্স চেন্নাইয়ের ইনিংসে রানের গড়ি বৃদ্ধিতে সাহায্য করল। আগ্রাসী হতে গিয়ে বৈভবের বলে উইকেট হারালেন রাচিন রবীন্দ্র। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৮ বলে ১৫ রানের ইনিংস। ৩টি চার মারলেন নিউ জল্যিান্ডের অলরাউন্ডার। উইকেটের অন্য প্রান্তের দায়িত্বশীল ইনিংস খেললেন চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তাঁকে সঙ্গ দিলেন ডারিল মিচেলও। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে স্বচ্ছন্দে ব্যাট করলেন তাঁরা। কেকেআরের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামা অনুকূল কোনও প্রভাবই ফেলতে পারলেন না চেন্নাইয়ের ২২ গজে। তাঁকে ১ ওভারের বেশি ব্যবহারই করতে পারলেন না শ্রেয়স। কেকেআরের অন্য বোলারেরাও সমস্যায় তৈরি করতে পারেননি। মিচেলকে আউট করে চেন্নাইয়ের দ্বিতীয় উইকেটের জুটি ভাঙেন নারাইন। মিচেল করেন ১৯ বলে ২৫ রান। একটি করে চার এবং ছক্কা মারেন। তার আগে রুতুরাজের সঙ্গে ৭০ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন। ব্যাট হাতে চেন্নাইয়ের জয় নিশ্চিত করলেন অধিনায়কই। দলের ইনিংসকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। ভরসা দিলেন চার নম্বরে নামা শিবম দুবেও। তিনি করলেন ১৮ বলে ২৮ রান। মারলেন ১টি চার, ৩টি ছয়। রুতুরাজ শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেন ৫৮ বলে ৬৭ রানে। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৯টি চার। শেষ বেলায় ব্যাট হাতে নামলেন ধোনিও। ১ রানের অপরাজিত থাকলেন তিনি। জোড়া বিশ্বকাপজয়ী ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জয়ের রান নিলেন না। রুতুরাজকে জয়ের রান নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জিতে নিলেন। কলকাতার বোলারদের মধ্যে স্টার্ক ৩ ওভার বল করে ২৯ রান দিলেন। বরুণ চক্রবর্তী দিলেন ২৬ রান। অনুকূল ১ ওভারে ১২ রান। নারাইন ৩০ রানে ১ উইকেট নিলেন। সফলতম বৈভব ২ উইকেট পেলেন ২৮ রান দিয়ে।

৩ ম্যাচ হারার পর জয় পেয়ে যা বললেন পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: কত সমালোচনা, কত ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপই না সইতে হয়েছে হার্দিক পান্ডিয়াকে। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের পরের ম্যাচগুলোতেও হয়তো এমন কিছুর মুখোমুখি হতে হবে মুম্বাইয়ের অধিনায়ককে। এবারের আইপিএলে নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই হেরে যাওয়ায় এসব নীরবেই সয়ে গেছেন পান্ডিয়া। টানা তিন হারের পর কাল চতুর্থ ম্যাচে এসে জয় পেয়ে অনেক কিছুই বললেন তিনি।

দিল্লি ক্যাপিটালসকে কাল ২৯ রানে হারানোর পর পান্ডিয়া বলেছেন, 'অনেক পরিশ্রম করেছি। আমরা মানসিক দিক থেকে বিভ্রান্ত হইনি। আমাদের পরিকল্পনা যে সঠিক, সেটা নিশ্চিত করেছি। ইনটেন্টও ঠিক। আজ (গতকাল) এমন একটি দিন ছিল যে সবকিছু ক্লিক করেছে।'

পান্ডিয়া এরপর যোগ করেন, 'সবাই জানে, আমরা তিনটি ম্যাচ হেরেছি। কিন্তু আমরা সবাই সবাইকে সমর্থন করে গেছি, নিজেদের ওপর বিশ্বাস রেখেছি। এটা ছিল দারুণ বিষয়। আমাদের শুধু একটি জয় প্রয়োজন ছিল এবং এটা মাত্র শুরু।'

দিল্লির বিপক্ষে ম্যাচের আগে এক দিন কোনো অনুশীলন করেননি মুম্বাইয়ের খেলোয়াড়েরা। তাঁরা অংশ নেন 'টিম বন্ডিং সেশন'-এ। সেই সেশনে ছিল মটরবোটিংও। সন্ধ্যায় খেলোয়াড়েরা ফ্যাশনেবল পোশাক পরে সংগীতসন্ধ্যা উপভোগ করেছেন। কেউ কেউ তো নেচেও উপভোগ করেছেন ওই সময়টা। এরপর হয়েছে কুইজ অনুষ্ঠান, যার মানে একটাই;বাইরের সমালোচনা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চেয়েছে মুম্বাই দল।

চোটের কারণে তিন ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকার পর দিল্লির বিপক্ষেই মাঠে ফিরেছেন সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু ২ বল খেলে কোনো রান না করেই আউট হয়েছেন তিনি। তবে কাল ভালো করেছে মুম্বাইয়ের উদ্বোধনী জুটি। রোহিত শর্মা ও ঈশান কিষান মিলে পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে তুলেছেন ৭৫ রান।

উদ্বোধনী জুটির ভালো করা নিয়ে পান্ডিয়া বলেছেন, 'এটা দারুণ। ৬ ওভারে ৭৭ বা ৮০ রান পাওয়াটা দুর্দান্ত ব্যাপার।'

ভারতের বুমরার থেকে এগিয়ে পাকিস্তানের নাসিম! মত বাবরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েক দিন আগে পাকিস্তানের নেতৃত্ব ফিরে পেয়েছেন বাবর আজম। আপাতত তাঁকে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক করা হয়েছে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য। নেতৃত্ব ফিরে পেতেই ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বাবর। তাঁর পাকিস্তানের কাছে যশপ্রীত বুমরার থেকেও ভাল বোলার রয়েছে।

বাবরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, টি-টোয়েন্টি ম্যাচের নির্ণায়ক শেষ ওভারে কোন বোলার চাইবেন অধিনায়ক হিসাবে? নিজের দেশের এক জোরে বোলারকে এগিয়ে রেখেছেন তিনি। প্রশ্নকর্তা বলেছিলেন, ''ধরুন টি-টোয়েন্টি ম্যাচের একটি ওভারে ম্যাচের ফলাফল হতে পারে। জিততেই হবে। হাতে ১০ রান রয়েছে। আপনার হাতে দু'জন বোলার আছে। বুমরা এবং নাসিম শাহ। আপনি সেই ওভারে কার হাতে বল দেবেন? জবাবে বাবর বলেছেন, ''নাসিম।'' কেন নিজের দেশের বোলারকে পছন্দ আপনার? বাবরের ব্যাখ্যা, ''প্রথমত আমি নাসিমকে দেখে খুব খুশি। চোট সারিয়ে দারুণ ভাবে ক্রিকেটে ফিরে এসেছে। নাসিম দক্ষ বোলার। ওর হাতে অনেক রকম বল রয়েছে। নাসিমের মতো বোলার পাকিস্তানে খুব একটা পাওয়া যায় না। শাহিন আফ্রিদিও আছে। ও নিজের একটা মান তৈরি করে ফেলেছে। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে শাহিনের। নাসিমও ওর দিকেই এগোচ্ছে।''

ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ বুমরার থেকে নাসিমকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় বাবরের সমালোচনা করেছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। অনেকে বলেছেন, বুমরার মতো বোলার দলে না থাকার হতাশা ফুটে উঠেছে বাবরের গলায়। কেউ প্রশ্ন তুলে বলেছেন, বুমরার মতো ইয়র্কার নাসিমের নেই। এক জন আবার আইপিএলের পরিসংখ্যান দিয়ে বাবরকে খোঁচা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''আইপিএলে টানা ৭১টি ওভারে বুমরা ১৫ রানের বেশি খরচ করেননি। আইপিএলে শেষ বার তিনি কোনও ওভারে ১৫ রানের বেশি দিয়েছিলেন ২০২১ সালে দুবাইয়ে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১৬ রান দিয়েছিলেন। নাসিমের কি এমন নজির আছে?'' বুমরার থেকে নাসিমকে এগিয়ে রাখ ায় বাবরের ক্রিকেট মস্তিষ্ক নিয়েও রসিকতা করেছেন অনেকে।

উত্তর দেওয়ার সময় বুমরার প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি বাবর। তাঁর নামও নেননি। তবে বুঝিয়ে দিয়েছেন নাসিমের উপর তাঁর ভরসার বিষয়টি। হয়তো বুমরার সঙ্গে এক দলে খেলার সুযোগ নেই ভেবেই বিশ্বের অন্যতম সেরা জোরে বোলারকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রথম বার লখনউয়ের বিরুদ্ধে হার, দলের ব্যাটিং নিয়ে বিরক্ত গুজরাতের নতুন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে এর আগে কখনও গুজরাত টাইটান্সকে হারাতে পারেনি লখনউ সুপার জায়ান্টস। শুভমন গিলের নেতৃত্বে গুজরাত রবিবার হেরে গেল গেল লখনউয়ের বিরুদ্ধে। সেই হার সহ্য হচ্ছে না শুভমনের। নতুন অধিনায়ক দলের ব্যাটিং বিভাগকে নিয়ে বিরক্ত। ম্যাচ শেষে ক্ষোভ উগরে দিলেন শুভমন।

রবিবার প্রথমে ব্যাট করে লখ নউ ১৬৩ রান করেছিল। সেই রান তাড়া করতে নেমে গুজরাত প্রথম ৬ ওভারে ৫৪ রান তুলে নিয়েছিল। তার পরেও হারতে হল শুভমনদের। দুই ওপেনার শুভমন এবং সাই সুদর্শন আউট হতেই গুজরাতের মিডল অর্ডার ভেঙে পড়ে। যা নিয়ে খুশি হতে পারেননি শুভমন। তিনি বলেন, তএই পিচে ব্যাট করা সহজ ছিল। আমরা ব্যাট করতে পারিনি। শুরুটা ভাল হয়েছিল, কিন্তু মাঝের ওভারে আমরা খেই হারিয়ে ফেললাম। ওই ধাক্কা আমরা সামলাতে পারিনি।দ

পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি ম্যাচে হেরে গেল গুজরাত। লিগ তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছে তারা। লখনউ চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জিতেছে। ছ'পয়েন্ট পেয়েছে তারা। লিগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে তারা।

সোমবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। লিগ তালিকায় শীর্ষে ওঠার সুযোগ থাকছে নাইটদের সামনে। সোমবার জিতলেই লিগ শীর্ষে উঠে যাবে তারা। চতুর্থ স্থানে থাকা চেন্নাই যদি সোমবার জেতে তাহলে তিন নম্বরে উঠে আসার সুযোগ থাকবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের কাছে।

মুম্বইকে আসল নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোহিতই

নিজস্ব প্রতিনিধি: তহার্দিক পাণ্ড্যের কাছে অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন মরসুমের শুরুতেই। পর পর তিনটি ম্যাচে হারার পর রবিবার জয়ে ফিরেছে মুম্বই। হারিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। ম্যাচের পর সাজঘরে ফিরে রোহিত শর্মার ভাষণে চাঙ্গা হয়ে উঠল মুম্বই শিবির।

জয়ের নেপথ্যে গোটা দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোহিত। কিন্তু মুম্বইয়ের তরফে ৫৫ সেকেন্ডের যে ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে সেখানে কোথাও হার্দিক পাণ্ড্যকে দেখা যায়নি। অনেক ক্রিকেটারকে দেখানো হলেও তার মধ্যে হার্দিক ছিলেন না।

রবিবারের ম্যাচে অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেও ম্যাচের পর দলের তরফে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় রোহিতকে। কোচ মার্ক বাউচার তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এর পর বাউচার বলেন, তরোহিত, তোমাকে এই পুরস্কার দিচ্ছি, কারণ আমাদের ব্যাটিং বিভাগে তুমি সবচেয়ে অভিজ্ঞ।দ রোহিত অবাক হয়ে হাসতে থাকেন।

তার পর রোহিত বলেন, তগোটা দলের ব্যাটিং পারফরম্যান্স ভাল হয়েছে। প্রথম ম্যাচ থেকেই আমরা এই চেষ্টা করছিলাম। এতে প্রমাণিত হল যে গোটা দল যদি এক সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা হলে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের কোনও দরকার পড়ে না। দলের লক্ষ্যের দিকে যদি আমরা তাকাই, তা হলে সবাই মিলে চেষ্টা করলে এই রান প্রতি ম্যাচেই তুলতে পারি।

রোহিতের সংযোজন, তঅনেক দিন ধরেই আমরা এ ধরনের দলগত প্রচেষ্টার কথা বলে আসছিলাম। ব্যাটিং কোচ (পোলার্ড), মার্ক এবং অধিনায়ক (হার্দিক পাণ্ড্য) এটাই চায়। এত দিন পরে সেটা দেখে খুব ভাল লাগছে। আশা করি আমরা এই পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারব।

যশ ঠাকুরের ৫ উইকেট, গুজরাটকে হারিয়ে তিনে লক্ষ্ণৌ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গতির ঝড় তুলে এবারের আইপিএলে আলোড়ন তুলেছেন মায়াঙ্ক যাদব। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের সেই ফাস্ট বোলার আজ বল হাতে নিয়ে প্রথম ওভারে দিলেন ১৩ রান। গুজরাট টাইটানসের চতুর্থ ওভারের ঘটনা সেটি। সেই ওভার শেষে ১৬৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করা গুজরাটের স্কোর ৩৫/০। এম সিদ্ধার্থের করা পরের ওভারে সাই সুদর্শন ও শুবমান গিলরা তুললেন আরও ১২ রান। পাঁচ ওভারেই ৪৭ রান তুলে ফেলা গুজরাট নয়, লক্ষ্ণৌয়ে রোববারের আইপিএল ম্যাচটি জিতেছে স্বাগতিক লক্ষ্ণৌ।

ষষ্ঠ ওভারের শেষ বলে অধিনায়ক গিলের আউটের পর পথ হারানো গুজরাট শেষ পর্যন্ত ১৮.৫ ওভারে অলআউট ১৩০ রানে। তাতে ৩২ রানে ম্যাচটি জিতে লক্ষ্ণৌ চার ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে উঠে গেছে পয়েন্ট তালিকার তিনে। অন্যদিকে পাঁচ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গুজরাট আছে সাতে।

পাওয়ার প্লের শেষ বলে যশ ঠাকুরে বলে বোল্ড হওয়ার আগে ২০ বলে ১৯ রান করেন গিল। গুজরাটের রান তখন ৫৪। ৮ বল পরেই রানটা ৫৬ হতেই বিদায় ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে নামা কেইন উইলিয়ামসনের। ১ রান করা সাবেক নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ফিরতি ক্যাচ দেন রবি বিষ্ণয়কে। ডান দিকে শূন্যে লাফিয়ে অসাধারণ এক নিয়েছেন বিষ্ণয়। স্কোর কার্ডে আরও ২ রান যোগ হতেই নেই ওপেনার সুদর্শনও। ক্রুনাল পান্ডিয়ার বলে ডিপ মিডউইকেটে বিষ্ণয়ের হাতে ক্যাচ দেন ২৩ বলে ৩১ রান করা সুদর্শন।

এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানো গুজরাটের হয়ে ব্যবধান কমানোর কাজ করেছেন রাহুল তেওয়াতিয়া। ২৫ বলে ৩০ রান করা তেওয়াতিয়া ফেরেন ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে। লক্ষ্ণৌর পেসার যশ ঠাকুর ২ বল পর নুর আহমেদকে ফিরিয়ে পেয়ে যান পঞ্চম উইকেট। ২৫ বছর বয়সী পেসার প্রথম বোলার হিসেবে ২০২৪ আইপিএলে ৫ উইকেট পেলেন। ৫ উইকেট নিতে ৪ ওভারে ৩০ রান খরচ করেছেন যশ ঠাকুর।

এর আগে ৫ উইকেটে ১৬৩ রান করে লক্ষ্ণৌ। চারে নেমে ৪৩ বলে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন মার্কাস স্টয়নিস। এ ছাড়া অধিনায়ক রাহুল ৩১ বলে ৩৩ ও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নিকোলাস পুরান ২২ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

'জঘন্য' বার্সেলোনার জন্য 'ভয়ংকর দুর্গ'র হুমকি পিএসজির সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ খেলতে পিএসজির মাঠে যাচ্ছে বার্সেলোনা। পিএসজির কট্টর সমর্থকগোষ্ঠী বার্সেলোনাকে 'জঘন্য' উল্লেখ করে তাদের জন্য পার্ক দ্য প্রিন্সেসে 'ভয়ংকর দুর্গ' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে।

বার্সেলোনা রেফারিদের সহায়তা পায় অভিযোগ করে পিএসজি আল্ট্রাস বলেছে, বার্সেলোনা দল ম্যাচের আগে ওয়ার্মআপ করতে মাঠে ঢুকলেই সমর্থকেরা যেন তাদের কাঁপিয়ে দেয়।

সমর্থকগোষ্ঠীর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়েছে।

গত এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠা চ্যাম্পিয়নস লিগের আলোচিত দ্বৈরথের একটি পিএসজি-বার্সেলোনা ম্যাচ। ২০১৭ সালে শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে বার্সার ৬-১ গোলের নাটকীয় জয় এবং রেকর্ড দামে নেইমারকে পিএসজিতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শুরু, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় আরও বেড়েছে।

২০২১ সালের পর চ্যাম্পিয়নস লিগে দুই দলের আবার দেখা হচ্ছে এ সপ্তাহে। কট্টর সমর্থকগোষ্ঠী হিসেবে সমালোচিত পিএসজি আল্ট্রাস ম্যাচটি ঘিরে তিন দিন আগে থেকেই দলীয় সমর্থকদের তাঁতিয়ে তোলায় উদ্যোগী হয়েছে। সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া বিবৃতির শুরুতেই বলা হয়, 'বুধবার আমাদের দল বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে। আমাদের জন্য ম্যাচটা শুরু হয়ে গেছে শনিবার ক্লেরমঁর বিপক্ষের ম্যাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।'

সবাইকে আগেভাগে নির্দিষ্ট সাজে স্টেডিয়ামে আসার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, 'সবাই লাল ও নীল সাজে আসুন। আমাদের প্রতিপক্ষ যখনই গা গরম করতে মাঠে ঢুকবে, তাদের কাঁপিয়ে দিন। এই দল (পিএসজি), যাদের যোদ্ধা মানসিকতা ও একতার কারণে আমরা পছন্দ করি, তারা যেন পুরো জাতির সমর্থন অনুভব করে।'

বিবৃতির একপর্যায়ে বার্সেলোনার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে 'ইগনোবল' শব্দ ব্যবহার করে পিএসজি আল্ট্রাস। ফরাসি 'ইগনোবল'-এর বাংলা অর্থ 'জঘন্য', 'নীচ' বা 'ইতর'। ম্যাচের সময় পার্ক দ্য প্রিন্সেসকে বার্সেলোনার জন্য ভয়ংকর দুর্গে পরিণত করার ডাকও দিয়েছে কট্টরপন্থী এই সমর্থকগোষ্ঠী, 'এই জঘন্য বার্সেলোনা, যারা অনেকবার রেফারির আনুকূল্য পেয়েছে, তাদের শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলের চেয়েও বেশি কিছু অনুভব করাতে হবে। পার্ক দ্য প্রিন্সেসকে ভয়ংকর দুর্গে পরিণত করা আমাদের কর্তব্য। দলও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এটি দুর্ভেদ্য করে তুলবে।'

বিজ্ঞপ্তি

CHEP কাঠের প্যালেট, ক্রেট, কন্টেনার এবং অন্যান্য সিপিং প্ল্যাটফর্মের মতো সরঞ্জামাদির মালিক এবং এগুলো নিয়ে কাজ করে। CHEP সরঞ্জামগুলি একটি CHEP লোগো দ্বারা চিহ্নিত করা থাকে এবং/অথবা এমন কিছু বর্ণনা যেমন "Property of CHEP", "Owned by CHEP" বা অনুরূপ শব্দ , যা CHEP -এর অন্তর্গত সরঞ্জামগুলিকে চিহ্নিত করে। যখনই সম্ভব, তখনই CHEP -এর সরঞ্জামগুলিকে নীল রঙ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

এটি CHEP এর নজরে এসেছে যে, এর সরঞ্জামগুলো কোন রকমের অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন ব্যক্তি/সত্ত্বা দ্বারা অপব্যবহার বা ব্যবহার করা হচ্ছে।

তদনুসারে এই নোটিশটি জনস্বার্থে জারি করা হচ্ছেঃ

- CHEP কখনোই এর সরঞ্জাম বিক্রি করে না, বরং সর্বদা এর মালিকানা ধরে রাখে। সরঞ্জামের যেকোনো অননুমোদিত বরাদ্দ, ব্যবহার, বিক্রয়, ক্রয় বা নিষ্পত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- CHEP এর সমস্ত প্যালেট, ক্রেট এবং কন্টেনার CHEP এর।
- CHEP এর সরঞ্জাম/সম্পদ কখনো ক্রয় বা বিক্রয় করবেন না।
- CHEP বা CHEP এর দ্বারা স্পষ্টভাবে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে CHEP এর সরঞ্জাম/সম্পদ দেবেন না।
- CHEP তার সরঞ্জামের নকলের জন্য কোনভাবেই দায়ী নয়।
- CHEP এর সরঞ্জাম/সম্পত্তির বিক্রি, ক্রয়, ডিসপোজাল, ডি-ব্র্যান্ডিং, রি-ব্র্যান্ডিং, অথবা অননুমোদিত ব্যবহার আদালতের এবং /অথবা আইনী প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হতে পারে।

তাছাড়াও, CHEP তার সরঞ্জামগুলো CHEP কে ফেরত দিয়ে, আপনি সক্রিয়ভাবে যে কোনো পরিবেশগত প্রভাবকে সর্বনিম্নভাবে বজায় রাখছেন, যা নিশ্চিত করে যে সরঞ্জামগুলি ক্রমাগত সাপাই চেন জুড়ে সঞ্চালিত হয় এবং প্রতিস্থাপন সরঞ্জাম উৎপাদনে মূল্যবান সংস্থান ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। এটা CO2এর নির্গমন কমায়, এবং এইভাবে এই প্রক্রিয়া, আমাদেও পরিবেশকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

CHEP
A Brambles Company

অনুগ্রহ কওে আমাদেও টোল ফ্রি নাম্বারে কল করুনঃ 0008000503518 অথবা আমাদের ইমেল করুন ঃ in.customerservice@chep.com নিম্নলিখিতের জন্যঃ

- যেকোন অননুমোদিত ব্যবহারের ঘটনার রিপোর্ট করুন। • CHEP এর অনুমোদিত কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্যের জন্য।

যদি কোন একটা দুটো সরঞ্জাম আপনার কাছে থেকে থাকে, তবে collect.chep.com এ যোগাযোগ করুন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**